CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 April, 2024 ■ আগরতলা ২০ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ৭ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

পশ্চিম আসনে ভোটের হার ৮১.৫২ শতাংশ, রামনগরে ৭১.২১ শতাংশ

রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। রাতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ভোটের হার ৮১.৫২। রামনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট ভোটের হার ৭১.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর। এদিকে শুক্রবার শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব। সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার ডঃ বিশাল কুমার। তিনি জানান, এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে বিলোনিয়ায় ৮৫.৬৪ শতাংশ। এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সর্বনিম্ন ভোট পড়েছে রামনগরে ৬৮.৬৪ শতাংশ। এছাড়াও বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ৮০.৪ শতাংশ ভোট পরেছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার। ভোট পর্ব সমাপ্ত হলে ওই হার আরও বাড়বে। কারণ, এখনো বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। ২০১৯ সালে এই ভোটের হার ছিল ৮২.৪ শতাংশ।

তিনি আরো জানান, এদিনের গোটা নির্বাচনে কোন ধরনের আক্রমণের খবর মেলেনি। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়নি। যদিও ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই বেশ কিছু জায়গায় পোলিং এজেন্টদের ধমকি দেওয়া, ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠে এলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে যাচাই করে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। গোটা দিনে মোট ১৬ থেকে ১৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে। তার মধ্যে অধিকাংশ অভিযোগ ভুয়ো ছিল বলে দাবি করেন তিনি। প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ঘটনাগুলোর সত্যতা খুঁজে পাননি তাঁরা।

এদিকে নিরাপত্তার বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার জানিয়েছেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৩৫ কোম্পানি জওয়ান মোতায়েন ছিল রাজ্যে। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে মোট ৮৫ কোম্পানি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও ৫ হাজার টিএসআর কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সময়েও রাজ্যে কমপক্ষে ৩৫ কোম্পানি নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার।

এদিকে এদিন দুপুরে ভোট প্রহসনের বিরোধীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দুই ভোট কর্মীকে বরখাস্ত এবং দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ড় বিশাল কুমার জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে অরাজকতা বরদাস্ত করা হচ্ছে। ভোট চলাকালীন অভিযোগ মিললেই তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাতে তিনি আশাবাদী ভোটাররা সন্তুষ্ট হবে। আজ সকাল থেকেই পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটে এবং রামনগর উপনির্বাচনে প্রহসনের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। একগুচ্ছ অভিযোগ ইতিমধ্যেই কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে তাঁরা। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের সাথে ইন্ডি জোটের এক প্রতিনিধি দল দেখা করেছে সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রনির্মানে সহযোগী হবার আহ্বান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। আগরতলায় মহারাণী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বিরোধীদের নির্বাচন প্রহসনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের মধ্যে ভারতের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন বসে থেকে সকলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবের মেজাজে ভোটদান হয়েছে ঃ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। আজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।ভোটাধিকার প্রয়োগের পূর্বে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য পদ্ম ফুলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটদানে বাধা ও কাজে গাফিলতি

গ্রেপ্তার ২, বরখাস্ত দুই ভোট কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্যে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। তবে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ এসেছে। দিয়ে দেখার পর রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর। ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে। তাছাড়া বক্সনগর এবং মোহনপুর থেকে ভোট প্রহসনের কিছু অভিযোগ মিলেছে নির্বাচন দপ্তরের কাছে। সবকিছু খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্ত অভিযোগ দেখার পর ভোটের কাজে গাফিলতির অভিযোগে দুই ভোট কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে বলেও দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় শুরু হল ১৮তম লোকসভা নির্বাচন। সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার সাথে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। তবে, কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যে ইভিএম বিকলের ফলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হচ্ছে।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচন এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন শুরু হয়েছে। প্রথম দফায় ওই ভোটে ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫২৬ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ৪৫ হাজার ৭৫৭ জন ভোটার উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্রে মতাধিকার প্রয়োগ করবেন।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব লেখেন, আজ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করার দিন। সকল গনদেবতাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, গণতন্ত্রের এই উৎসবে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করে দেশের অগ্রগতি ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ভোট দানের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করুন। সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে এক সমৃদ্ধশালী সুনিশ্চিত ভবিষৎ এবং বিকশিত ভারত নির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ সরকার নির্বাচন করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। গণতন্ত্রের এই উৎসবে প্রথমবারের মত যারা মতাধিকার প্রয়োগ করছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। অন্যদিকে, কংগ্রেস ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে লোকসভা আসনে বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার গান্ধীনগর থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী অমিত শাহ।

প্রদ্যোতকে নোটিশ পাঠাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনে নির্বাচন কমিশনের কোপে পড়লেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ত্রিপুরায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সরব প্রচার সমাপ্ত হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তার জেরে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁকে ওই ভিডিও মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে। তাঁকে আজ দুপুর ২ টার মধ্যে ওই জবাব দেওয়ার জন্য বলেছেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল।

গত ১৭ এপ্রিল বিকেল ৫টায় সারা দেশের সাথে প্রথম দফায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনেও সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫১-এর ধারা ১২৬(১)(বি) মোতাবেক সরব প্রচার সমাপ্ত হওয়ার পর রাজনৈতিক দলের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। তাতে, সামাজিক মাধ্যমেও ভোটের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। কিন্তু, ওই আদেশ অমান্য করে গতকাল সন্ধ্যায় প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সামাজিক মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোটের আবেদন জানিয়েছেন। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আসতেই আজ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল তাঁকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ২৬টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ২৬টি দোকান। ধারনা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনেই পুড়ে ছাই দোকানগুলো। গতকাল রাতে আগরতলা সূর্য ত্বরণ ক্লাব সংলগ্ন রামনগর ৯নং রোডএলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের ২৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর আটটি ইঞ্জিন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে দুর্গাচৌমুহনী এলাকার নাকার সামনে থেকে একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী।সাথে সাথে দোকানের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন সহ উপস্থিত জনতার সহায়তায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের একাংশ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী দেখবে দেশ ঃ মানিক সরকার

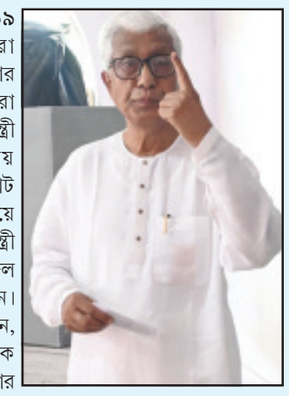

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।আগরতলায় শিশুবিহার স্কুলে তিনি ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে দেশ এবার নতুন প্রধানমন্ত্রী দেখবে, এমনই সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, জনগণের কাছ থেকে ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে শাসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন প্রহসনে পরিনত ঃ আশীষ সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। খুব সকালেই ভোট দিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ইন্ডি জোট প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। আগরতলায় মহারাণী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ভোট দিয়ে বেরিয়েই তিনি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন।

এদিন তিনি বলেন, ভোট শুরু হতেই বিভিন্ন স্থানে ইন্ডি জোটের পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সামনেই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে জনঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৯ এপ্রিল ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটের প্রচার শেষ হতেই পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট প্রচারে শামিল হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উত্তর জেলার পানিসাগরে পূর্ব ত্রিপুরা তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত কেন্দ্রে প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে প্রচারে সামিল হলেন মুখ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা।

উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরের মুক্তমঞ্চে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার উপস্থিতিতে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী মহারানী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডি জোটের প্রার্থীর সমর্থনে ছামনু বাজারে নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে সামিল হয়েছেন কংগ্রেস সিপিএম উভয় দলের নেতৃবৃন্দ। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং-এর সমর্থনে ছামনু বাজারে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনী সভায় আসা কর্মী সমর্থকরা ছামনু এলাকার বিভিন্ন সান পরিক্রমা করে সভাসলে মিলিত হন। সভায় প্রাক্তন বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরাকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়।

এই সভায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে করমছড়া কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল তার ভাষনে সিপি,এম এর সাথে কেন কংগ্রেস এর জোট করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। নীতি আদর্শের জন্য জোট, মোদি সরকারের দশ বছরের রাজত্বে অর্থ নৈতিক অবসা ভেঙ্গে পড়েছে, গনতন্ত্র নেই, স্বাধীনতা নেই। মোদির শাসনে মিত্র দেশ গুলি শত্রু হয়েছে। ইন্ডিয়া জোট করেছে মোদি সরকারকে উৎখাত করতে হবে। বিজেপি যারা করেন,তারা মথার সাথে সমযোতা করেছে। মথার যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও,বাইরে থেকে এনে বোন কে প্রার্থী করেছে।

রানল আর বলেন,যে আমি মথা বিরোধী নই।বিজেপির চিহ্ন দিয়ে মথার প্রার্থী। যার ফলে ক্ষোভে জায়গায় জায়গায়,মথার কর্মী সমর্থকরা চুপ চাপ বসে আছেন। বিজেপি বর্তমান সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকে বঞ্চিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত ত্রিপুরা নির্মানের পথ সুগম হবে ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। টাউন প্রতাপগড় ফরেস্ট অফিসে ভোট দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতির পক্ষে তথা দেশকে পরম বৈভবে নিয়ে যাওয়ার ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিকশিত ভারত, বিকশিত ত্রিপুরা নির্মাণের পথকে আরোও সুগম করতে আজকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলাম। তিনি আশাবাদী বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। তিনি জনগনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮৮ ▫ ২০ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ৭ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আর্থিক ক্ষেত্রে আশার বাণী

শুক্রবার হইতে শুরু হইয়াছে দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট। দেশের জনগণ কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠন করিবার জন্য মোতাধিকার প্রকাশ করিতেছেন ভোট দানের মধ্য দিয়া। জনগণের প্রত্যাশা দেশ এক উন্নত অর্থনীতির ভান্ডারে পরিণত হইবে। সেই প্রত্যাশা পূরণে আগামী দিনের নতুন সরকার কতটা সহায়ত ভূমিকা পালন করিবে সেটা বলিবে সময়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলিতে দেখা গিয়াছে, বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক কথা উঠিয়া আসিয়াছে। মিলিয়াছে স্থিতিশীলতার দৃঢ় ইঙ্গিত ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত পোক্ত হিসাব।বাণিজ্যমহলের মতামতের ভিত্তিতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ঠ সময় অন্তর যে সমীক্ষা করে, তাহা বৃদ্ধি-মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংখ্যার তুলনায় প্রায়শই অনেক বেশি স্পষ্ট ছবি তুলিয়া ধরে। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির পূর্বাভাস যাহারা দিয়া থাকেন, তাহাদের হাতেই এই সব সমীক্ষা হইয়াছিল। সে দিক থেকে দেখিলে, তাহারাও এই আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির ব্যাপারে সায় দিয়াছেন। অর্থনীতি বিষয়ে এই সার্বিক আশাবাদ উৎসবের মরসুমে সামগ্রিক অর্থনীতির পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতি কমিয়া আসিয়াছে, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, বেকারত্ব হ্রাস পাইতেছে , কর বা রাজস্ব আদায় বেশ সন্তোষজনক অবস্থায় রহিয়ায়ছে এবং ক্ষেত্রভিত্তিক বৃদ্ধিও বেশ ভাল।এই উজ্জ্বলতার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম সমস্যার ছায়া কিন্তু নজর এড়াইয়া যাইতেছে না। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের অংশে খানিক খামতি চোখে পড়িতেছে। উত্তরণের প্রকৃত কোনও সূচক দেখা যাইতেছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন পার্সেন্টেজ-এর সূচক ৭০ শতাংশের কোঠায় রহিয়াছে। অর্থনীতি তাহার সম্ভাব্য উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছাইয়াছে কি না বোঝা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা অর্থনীতি ৮৫ থেকে ১০০ শতাংশে তাহার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে। নতুন পরিস্থিতিতে যদি লক্ষণীয় বিনিয়োগ ঘটেও থাকে এবং তাহা এই সূচককে বাড়ানোর জন্য সচেষ্টও হয়, তবুও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার প্রতিফলন দেখা যাইতেছে না।

নতুন পরিস্থিতিতে উৎপাদকদের দেওয়া রিপোর্টগুলি থেকেও এই থমকে থাকিবার বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রায় শূন্যে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, এই নিম্নগামিতা সত্ত্বেও বাণিজ্য সম্ভাবনার সূচক সর্বোচ্চে স্থানে রহিয়াছে।

এরই সমান্তরালে উপভোক্তা বিষয়ক সমীক্ষাও কিন্তু ততখানি আশার সঞ্চার করিতেছে না। 'অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি' সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশ অবশ্য গত দু'বছরের তুলনায় দৃঢ়তর উন্নতির ইঙ্গিত দিলেও সূচক ২০১৯-এর শেষ দিকে যাহা ছিল, তাহার চাইতে বেশি উচ্চতায় পৌঁছিতে পারিতেছে না। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষের মত, পণ্যমূল্যের হার বাড়তির দিকেই। আগামী বছরেই যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসিবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নাই। ভোক্তাদের খরচের পরিমাণও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি একান্ত ভাবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে। জরুরি নয়, এমন পণ্য ক্রয়ের প্রবণতা তুলনায় কমিয়াছে। কর্মনিযুক্তির পরিস্থিতির উন্নতির পিছনে বিশেষ ভাবে কাজ করিয়াছে একটি বিষয়। সেটি এই স্বনিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বেতনভুক্ত মানুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়াছে।

অমিত শাহর আবেদনের বিরোধিতা করে কুণাল লিখলেন, "বিজেপিকে ভোট নয়"

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : সামাজিক মাধ্যমে অমিত শাহর আবেদন যুক্ত করে সেটির বিরোধিতা করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। লিখলেন, "বিজেপিকে ভোট নয়"। শুক্রবার কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছেন। কারণ, ১) দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলি সেরা। কেন্দ্র বকেয়া টাকা দেয় না।২) অনুপ্রবেশ আটকানো অমিত শাহর দফতর ও বিএসএফের কাজ।৩) দুর্নীতিতে সেরা বিজেপি। শুভেন্দুসহ সারা দেশের যাদের বিজেপি চোর বলে তদন্ত চেয়েছিল, পরে তাদের দলে নিয়ে নেতা করেছে।৪) মা বোনেদের সম্মান তৃণমূল দেয়। উন্নাও, হাথরাস, প্রয়াগরাজ, গুজরাটের বিলকিস, মণিপুর তো বিজেপির ইতিহাস। অমিতজি, আপনি ব্রিজভূষণের পাশে থাকেন, দেশের সোনার মেয়েদের বিচার দেন না। এসবের জন্যেই বিজেপিকে ভোট নয়।"

এদিন তিনি অমিত শাহ—র যে আবেদন যুক্ত করেছেন, তাতে লেখা, "পশ্চিমবঙ্গে আজ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট হচ্ছে। আমি জনগণের কাছে এমন একটি সরকার গঠনের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি, যারা একেবারে নিম্নস্তরে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পগুলিকে নিশ্চিত করবে, অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি রোধ করবে এবং মহিলাদের জন্য ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা দেবে"।

গ্রীষ্মের চাহিদা মেটাতে পূর্ব রেলের একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : গ্রীষ্মকালীন যাত্রার জন্য টিকিটের অতিরিক্ত চাহিদার সামাল দিতে বেশ কিছু বিশেষ ট্রেন চালু করছে পূর্ব রেল।

পূর্ব রেল যে সমস্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলি হল হাওড়া - হিসার (১ জোড়া), হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি (১১ জোড়া), হাওড়া - রক্সৌল (১০ জোড়া), শিয়ালদহ - জাগি রোড (১২ জোড়া), কলকাতা - জয়নগর (১০ জোড়া), মালদা টাউন - দিল্লি (১৫ জোড়া), মালদা টাউন - আনন্দ বিহার (১১ জোড়া), ভাগলপুর - নিউ দিল্লী (১৪ জোড়া), আসানসোল - আনন্দ বিহার (১১ জোড়া), শিয়ালদহ - লখনৌ (১১ জোড়া), আসানসোল - জয়পুর (১১ জোড়া), ভাগলপুর - উধনা (১ জোড়া) ইত্যাদি।একথা জানিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন যে, গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনগুলির পরিষেবার উপর জোর দিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও, প্রত্যেক স্টেশনেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে সবাই সুষ্ঠূভাবে ট্রেনে চড়তে পারেন। নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল পরিষেবা দিতে পূর্ব রেল সর্বদাই সচেষ্ট।

কামদা একাদশীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যাদব

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব কামদা একাদশী উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'ফলপ্রসূ এবং কাঙ্খিত ফল প্রদানকারী কামদা একাদশী উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রী হরির কৃপায় সকল দেশবাসীর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল আসুক এটাই আমার কামনা।'

আলবার্ট আইনস্টাইন: সেরা বিজ্ঞানী

প্রদীপ দেব

পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ মানুষই যে বিজ্ঞানীর নাম নেন, তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন। বিজ্ঞানের মানুষ তো বটেই, যে মানুষ বিজ্ঞানের ধারেকাছেও কোনো দিন থাকতে চান না, তিনিও আইনস্টাইনের নাম জানেন। আর জানবেন নাই-বা কেন? আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ এবং সাধারণ তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর সারা পৃথিবীর সংবাদমাধ্যমে আইনস্টাইনের নাম এত বেশি প্রচারিত হয়েছে যে তিনি সিনেমার সুপারস্টারদের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

১৯৩১ সালে হলিউড সিনেমার সুপারস্টার চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমা সিটি লাইটস-এর উদ্বোধনী শোতে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন। তখন দর্শকেরা চার্লি চ্যাপলিনকে দেখে যতটা আপ্লুত হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি আপ্লুত হয়েছিলেন আইনস্টাইনকে দেখে। আইনস্টাইন চার্লি চ্যাপলিনের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'আপনি এত বড় শিল্পী যে আপনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না, অথচ সারা পৃথিবীর মানুষ সবকিছু বুঝে যায়।'

উত্তরে চার্লি চ্যাপলিন বলেছিলেন, 'কিন্তু আপনার ক্ষমতা তো আমার চেয়েও বেশি। আপনার বিজ্ঞান কেউ বুঝতে পারে না, অথচ সারা পৃথিবীর মানুষ আপনাকে পছন্দ করে।'

ব্যাপারটা অনেকটাই সত্যি। আইনস্টাইনের সূত্রগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু ভীষণ দুর্বোধ্য। আইনস্টাইন একাই আমূল বদলে দিয়েছেন পৃথিবীর মূল বিজ্ঞানের ধারা। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। অথচ শৈশবে এই মানুষটি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মাথামোটা।

আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানিতে। দানিউব নদীর তীরে ছোট্ট ছিমছাম শহর উল্ম। রেলস্টেশন রোড---বানহফস্ট্রাসের ২০ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলার ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ শুক্রবার পলিন ও হেরমান আইনস্টাইনের প্রথম সন্তান আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। জন্মের সময় থেকেই আলবার্টের মাথাটা অস্বাভাবিক বড়। মাথার পেছন দিকে কেমন যেন উঁচু হয়ে আছে। আক্ষরিক অর্থে মাথামোটা ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে কি না, তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন তাঁর মা পলিন। মায়ের চিন্তা আরও বাড়ল যখন দেখলেন যে আইনস্টাইন আড়াই বছর বয়সেও কথা বলতে শিখলেন না।

আইনস্টাইনের সূত্রগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু ভীষণ দুর্বোধ্য। আইনস্টাইন একাই আমূল বদলে দিয়েছেন পৃথিবীর মূল বিজ্ঞানের ধারা। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। অথচ শৈশবে এই মানুষটি ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই মাথামোটা

আলবার্ট আইনস্টাইনের স্কুলজীবন শুরু হলো ১৮৮৫ সালের ১ অক্টোবর মিউনিখে বাড়ির কাছের ক্যাথলিক স্কুলে। ৭০ জনের ক্লাসে আইনস্টাইন ছিলেন একমাত্র ইহুদি। স্কুলে তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে প্রতিদিনই তাঁকে সহপাঠীদের কাছে অপমানিত হতে হতো। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সহপাঠীরা তাঁকে মারধরও করত। স্কুলে কোনো বন্ধু ছিল না তাঁর। শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেন না ঠিকমতো। স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি ভালো লাগে না আলবার্টের। কিন্তু বাড়িতে চাচা জ্যাকবের কাছে অঙ্ক কষতে দারুণ লাগে। চাচার কাছে বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়েছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই। ১৮৮৮ সালের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হলো লুটপোল্ড জিমনেসিয়ামের ক্লাস। এটি হাইস্কুলের সমতুল্য। এখানেও ভালো লাগেনি তাঁর। বিশেষ করে শিক্ষকেরা যখন মিলিটারি স্টাইলে পড়ানো শুরু করেন এবং যুক্তিহীন মুখস্থ করার ওপর গুরুত্ব দেন, ভালো লাগে না তাঁর। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের তাঁর মনে হয়েছিল ড্রিল সার্জেন্ট, এখন হাইস্কুলের শিক্ষকদের মনে হচ্ছে লেফটেন্যান্ট। স্কুলের পড়াশোনার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ সৃষ্টি না হলেও বাড়িতে লেখাপড়ার একটি নতুন পথ খুলে যায় আলবার্টের। মিউনিখ ইউনিভার্সিটির মেডিকেলের ছাত্র ২১ বছর বয়সী ম্যাক্স ট্যালমুডের সঙ্গে ১০ বছর বয়সী আলবার্ট আইনস্টাইনের জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগসূত্র তৈরি হয়। গরমের ছুটিতে ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি বই হাতে পেয়ে ভীষণ ভালো লেগে গেল আলবার্টের। জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর ভিন্ন রকম সমাধান করা যায় কি না, চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল অনেক সমস্যার সমাধান তিনি নিজে নিজে করে ফেলেছেন। পরবর্তী সময়ে আইনস্টাইন জ্যামিতির এই বইটার নাম দিয়েছিলেন 'পবিত্র জ্যামিতি বই'।

১৮৯৪ সালে আইনস্টাইনের বাবার ব্যবসা লাটে ওঠে। দেউলিয়া হয়ে তাঁকে মিউনিখের পাট গুটিয়ে চলে যেতে হয় ইতালির মিলানে। মা-বাবা আর বোন ইতালিতে চলে গেলেও আইনস্টাইনকে থেকে যেতে হয় মিউনিখের স্কুলে। কিন্তু সেখানে মোটেও ভালো লাগে না তাঁর। একদিন স্কুল থেকে পালিয়ে মিলানে চলে যান তিনি। তাঁর মা-বাবা খুব রেগে যান তাতে। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বানাতে। কিন্তু আলবার্টের ইচ্ছা দর্শনের শিক্ষক হওয়ার। মা- বাবা অনেক বুঝিয়ে জুরিখের সুইস পলিটেকনিক্যালে পড়ার ব্যাপারে রাজি করান তাঁকে। কিন্তু পলিটেকনিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় ১৮৯৫ সালে পাস করতে পারলেন না আইনস্টাইন। পরের বছর ১৮৯৬ সালে আবার পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে সুইস পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হলেন আলবার্ট। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শুরু এখানেই। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০এই চার বছরের কোর্স পাস করে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন আইনস্টাইন। কিন্তু পলিটেকনিক্যালের অধ্যাপকদের পড়ানোর পদ্ধতি খুব একটা ভালো লাগেনি তাঁর। তিনি নিয়মিত ক্লাসেও যেতেন না। তবে সেখানে দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছেন আইনস্টাইনমার্সেল গ্রোসম্যান ও অ্যাঞ্জেলো বেসো। এই দুজনের সঙ্গে তাঁর সারা জীবন বন্ধুত্ব ছিল। গ্রোসম্যান প্রতিটি ক্লাসে যেতেন, আর আইনস্টাইন গ্রোসম্যানের ক্লাসনোট পড়ে পরীক্ষা দিতেন। পাস করার পর দীর্ঘদিন বেকার ছিলেন আইনস্টাইন। বিজ্ঞাপন দিয়ে টিউশনি জোগাড় করার চেষ্টাও করেছেন সেই সময়। আইনস্টাইনের বাবাও অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলের জন্য একটা চাকরি জোগাড় করার। অনেক অধ্যাপকের কাছে তিনি নিজে চিঠি লিখেছেন চাকরি ভিক্ষা করে। কিছুদিন অস্থায়ীভাবে একটি স্কুলেও শিক্ষকতা করেছিলেন আইনস্টাইন।

১৯০২ সালে বন্ধু মার্সেল গ্রোসম্যানের বাবার সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেণির টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে চাকরি পান আলবার্ট আইনস্টাইন। ১২ জনের দলে একজন নিম্নপদের কেরানি ছিলেন তিনি। অফিসের কাজ শেষ করার পরও হাতে সময় থাকত তাঁর। সেই সময়টাতে তিনি নিজস্ব গবেষণা করতেন। অফিসে একটু অবসর পেলেই তিনি কাগজ---কলম নিয়ে বসেন। অবশ্য সেখানে একেবারে ধ্যানমগ্ন হতে পারেন না। বসের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। ডিরেক্টর আসার আগেই নিজের গবেষণা লুকিয়ে ফেলতে হয়। অফিসে বসে নিজের গবেষণা করতে দেখলে বস নিশ্চয় খুশি হবেন না। তবে পেটেন্ট অফিসের কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছেন আইনস্টাইন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পেটেন্ট পরীক্ষা করতে করতে নানা রকম নতুন যন্ত্র দেখতে দেখতে বেশ অভিজ্ঞ পরীক্ষক হিসেবে নাম করেছেন তিনি। ১৯০৩ সালে তিনি বিয়ে করলেন তাঁর সহপাঠী বান্ধবী মিলেভা মেরিককে। ১৯০৪ সালে তাঁদের প্রথম পুত্র হ্যান্সের জন্ম হয়। অফিস থেকে ফিরে হ্যান্সকে কোলে নিয়ে বসেন আইনস্টাইন। বাচ্চাকে কোলে বসিয়ে কাগজ—পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করেন। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেন তিনি। অনেক সময় দেখা যায়, কোলের ওপর বাচ্চা কাঁদছে অথচ তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন।

পরের বছর ১৯০৫ সাল ছিল আইনস্টাইনের জীবনের একটি বিস্ময়কর বছর। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় এ বছর তিনি যে অবদান রাখেন, তাতেই তিনি হয়ে ওঠেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন। এ বছর তিনি চারটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার জন্য পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শুধু তা—ই নয়, এ বছর সংবাদপত্রের জন্য ২৩টি সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন এবং এ বছর তিনি তাঁর পিএইচডির থিসিস লিখে জমা দেন। এর সবই তিনি করেছেন অফিসের কাজের পর তাঁর নিজস্ব সময়ে।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণাপত্রটি ছিল: On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of Light Annalen der Physik– সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ১৩২-১৪৮। এ প্রবন্ধে আইনস্টাইন আলোর কণা ফোটনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। আলো তরঙ্গের আকারে যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে গুচ্ছ গুচ্ছ কণার শক্তির আকারে। এই ধারণা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। আলোর এ রকম গুচ্ছাকার শক্তিকে আলোর কোয়ান্টা বলা হয়। আলোর কোয়ান্টা বা ফোটনের ধারণার ওপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন দেখান যে কোনো বস্তুর ওপর আলো প্রতিফলিত হওয়ার পর সে বস্তু থেকে কিছু ইলেকট্রন নির্গত নয়। অবশ্য এ ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার জন্য কমপক্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। আলো যেহেতু বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তরঙ্গ, বস্তুর ওপর আলোকপাতের ফলে বস্তু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার ঘটনাকে বলা যায় একধরনের বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় বিকিরণ। এই বিশেষ ধরনের বিকিরণের নাম ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের শক্তির বিকিরণের সূত্র অনুযায়ী পদার্থের ভেতর ইলেকট্রনগুলোকে পদার্থ একধরনের আকর্ষণ বল দিয়ে ধরে রাখে। পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বের করতে আনতে হলে এই আকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখান যে এই শক্তির পরিমাণ আলোর কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়, শক্তি গু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক অ কম্পাঙ্ক। এই আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইনকে ১৯২১ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অবশ্য এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম মেকানিকসের অনেক উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে বোরের পরমাণু তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয় আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। যদিও কোয়ান্টাম মেকানিকস নিয়ে আইনস্টাইন ও বোরের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, আইনস্টাইন কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র মেনে নেননি। আইনস্টাইন বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বের সব ঘটনার একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি থাকে। আর কোয়ান্টাম মেকানিকস অনুসারে, পৃথিবীর সব ঘটনাই সম্ভাবনার সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৫ সালের মার্চ মাসে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের পেপারটি পাঠানোর পরই পিএইচডির থিসিস নিয়ে আবার চিন্তা শুরু করেছেন আইনস্টাইন। আরেকটি থিসিস লিখতেই হবে তাঁকে। কিন্তু কোন বিষয়ে? এ নিয়ে দুবার থিসিস লিখেছেন তিনি। দুবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর সুপারভাইজার অধ্যাপক ক্লেইনার। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে কফি খাচ্ছেন আইনস্টাইন ও বেসো। কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বেসোর সঙ্গে কথা বলছেন আইনস্টাইন, 'কফিতে চিনি মেশানোর পর কফির ভিসকোসিটি (সান্দ্রতা) বদলে যাচ্ছে। আরও কিছু চিনি মেশালে আরও বদলে যাবে। তার মানে চিনির কণার আয়তনের সঙ্গে ভিসকোসিটির সম্পর্ক আছে। এখন যদি ভিসকোসিটি জানা থাকে, তাহলে আমরা চিনির অণুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব।' আলবার্ট আইনস্টাইন

আণুবীক্ষণিক কণার আয়তন বের করার পদ্ধতি নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করলেন আইনস্টাইন। কয়েক দিন একটানা কাজ করে তিনি ডিফিউশন কনস্ট্যান্ট ও ভিসকোসিটির সম্পর্ক ব্যবহার করে কণার আয়তন নির্ণয়ের সমীকরণ বের করে ফেললেন। কয়েক দিনের মধ্যেই আরেকটি থিসিস লিখে এপ্রিলের শুরুতে পাঠিয়ে দিলেন প্রফেসর ক্লেইনারের কাছে। আইনস্টাইন জানেন, ক্লেইনার অনেক সময় নিয়ে থিসিসটি পড়বেন। তারপর ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আইনস্টাইনকে অবাক করে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লেইনার তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। ক্লেইনার থিসিসটি প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ থিসিসটি পিএইচডি থিসিস হিসেবে খুবই সংক্ষিপ্ত। থিসিসটি ছিল মাত্র ১৭ পৃষ্ঠা। আইনস্টাইন আবারও রেগে গেলেন। থিসিসের দৈর্ঘ্যের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। তিনি আবার থিসিসটি পড়ে দেখলেন। কোথাও কোনো ভুল পেলেন না। থিসিসের শেষে আর একটিমাত্র লাইন যোগ করে থিসিসটি আবার পাঠিয়ে দিলেন ক্লেইনারের কাছে। এবার অবাক হবার পালা ক্লেইনারের। তিনি দেখলেন আইনস্টাইন কিছুই পরিবর্তন করেননি থিসিসের, দৈর্ঘ্য বেড়েছে মাত্র এক লাইন। এত আত্মবিশ্বাসের কারণ কী? তিনি এবার আরও মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলেন থিসিসটি। বিষয়বস্তু চমৎকার, তবে জটিল গাণিতিক সমীকরণগুলো তিনি বুঝতে পারছেন না। ক্লেইনার থিসিসটি পাঠিয়ে দিলেন গণিত বিভাগের হেড হেনরিখ বার্কহার্ডকে। বেশ কয়েক দিন পর বার্কহার্ড তাঁর মন্তব্যসহ থিসিসটি ফেরত পাঠালেন ক্লেইনারের কাছে। বার্কহার্ড লিখেছেন, 'থিসিসে যে পদ্ধতিতে গাণিতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা নির্ভুল এবং অসাধারণ গাণিতিক দক্ষতা ছাড়া এ রকম কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' ক্লেইনার থিসিসটি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গ্রহণ করে আইনস্টাইনকে অফিশিয়াল চিঠি দিলেন। আইনস্টাইন এখন ডক্টর আইনস্টাইন। আনন্দ ও উৎসাহে কয়েক দিনের মধ্যেই থিসিসটিকে গবেষণাপত্রের আকারে লিখে পাঠিয়ে দিলেন অ্যানালেন ডার ফিজিক ---এ। এটি ছিল তাঁর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গবেষণাপত্র: On the Motion of small Particles Suspended in Liquids at Rest Required by the Molecular-Kinetic Theory of Heat, Annalen der Physik সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৫৪৯-৫৬০। এই প্রথমবারের মতো আইনস্টাইন ব্রাউনিয়ান গতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কোনো তরল পদার্থের ওপর খালি চোখে দেখা যায় না, এ রকম ছোট ছোট পদার্থের কণা ভাসতে থাকলে কণাগুলোর গতি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাদের গতি হয় অত্যন্ত অনিয়মিত। ১৮ শতকে স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ব্রাউন এ গতি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বলে এ গতির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউনিয়ান গতি। আইনস্টাইন এই গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেন যে ১ মিলিমিটারের ১ হাজার ভাগের ১ ভাগের সমান বা তার চেয়েও ছোট কণাগুলো তরল পদার্থে ও রকম বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করার কারণ হলো তাদের থার্মাল ডায়নামিকস। বোল্টজম্যানের সূত্র ব্যবহার করে আইনস্টাইন ব্রাউনিয়ান গতির গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন এবং গ্যাসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুগুলোর গতির গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আইনস্টাইনের এ পেপার থেকে পরবর্তী সময়ে তাপের আণবিক গতিতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের পেপারগুলোর মধ্যে এই পেপারটিই এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখিত হয়েছে গবেষকদের গবেষণাপত্রে।

ব্রাউনিয়ান গতিসম্পর্কিত পেপারটি জার্নালে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন আইনস্টাইন। আসলে এ সমস্যাটি নিয়ে আইনস্টাইন ভাবছেন অনেক দিন থেকে। ১৬ বছর বয়সে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আলোক রশ্মির সঙ্গে সমবেগে ছুটতে পারলে কেমন হতো? স্থান ও সময়ের মধ্যে সম্পর্কের কথা মাথায় আসে তাঁর। প্রায় ২০০ বছর আগে আইজ্যাক নিউটন ধারণা দিয়ে গেছেন যে স্থান ও কাল পরম। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই স্থান ও কালের পরিমাপ একই হবে। কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। আর্নস্ট মাখ ও হেনরি পয়েনকেয়ারও একই সন্দেহ পোষণ করেছেন। আইনস্টাইন ভাবছেন সময়ের কথা। দুটো ঘড়ি যদি একই স্থানে সমান সময় দেয়, তবে একটি ঘড়িকে অন্য একটি গ্রহে নিয়ে গেলেও কি সমান সময় দেবে? আইনস্টাইন দেখলেন, যদি গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন বিবেচনা করা হয়, তবে দুটো ঘড়ি সব সময়ই সমান সময় দেবে। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হলো সব ট্রান্সফরমেশন কিন্তু গ্যালিলিয়ান নয়। সে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন ধরনের ট্রান্সফরমেশনের ধারণা দরকার। আইনস্টাইন লরেঞ্জের জ্যামিতি ব্যবহার করে সৃষ্টি করলেন লরেঞ্জ-আইনস্টাইন ট্রান্সফরমেশন সূত্র। নতুন এই সূত্রের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। তিনি দেখালেন, গতি হিসাব করার সময় ডপলারের ইফেক্ট হিসাব করতে হবে। নিউটনের পরম গতির সমীকরণ এখানে খাটবে না। কারণ পরম গতি বলে কিছু নেই। সব গতিই আপেক্ষিক। পৃথিবীর ভেতরে আমরা তা বুঝতে পারি না, কারণ এখানে গতি হিসাব করার সময় আমরা আসলে কোনো বস্তুর সাপেক্ষেই গতি হিসাব করি। পৃথিবীর নিজের গতির কথা বিবেচনায় না রেখে আমরা পৃথিবীকে স্থির ধরেই অন্য বস্তুর গতি হিসাব করি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে গেলে রেফারেন্স হিসেবে একটা ফ্রেম রাখতেই হবে গতি হিসাব করার জন্য এবং সে গতি হবে আপেক্ষিক গতি। এখান থেকেই আপেক্ষিকতার সৃষ্টি হচ্ছে, রূপ নিচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখলেন, আলোর গতির চেয়ে বেশি কোনো গতি হতে পারে না। তিনি আরও দেখলেন, আলোর প্রবাহের জন্য ইথারের কোনো প্রয়োজন নেই। পয়েনকেয়ারও একই কথা বলেছেন ইথার সম্পর্কে। আলো বা বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তরঙ্গপ্রবাহের জন্য কোনো ধরনের মাধ্যমের দরকার নেই। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে করতে দেখলেন গতিশীল বস্তুর ভরও স্থির নয়। গতির সঙ্গে বস্তুর ভর বেড়ে যায়। আইনস্টাইনের সূত্রমতে, কোনো বস্তু যদি আলোর বেগে চলে, তবে তার ভর অসীম হয়ে যায়। আইনস্টাইন ধারণা দিলেন, আলো ছাড়া আর কোনো কিছুই আলোর বেগে চলতে পারে না। এখান থেকেই তৈরি হলো তাঁর ১৯০৫ সালের তৃতীয় গবেষণাপত্র 'অন দ্য ইলেকট্রোডাইনামিকস অব মুভিং বডি', অ্যানালেন ডার ফিজিক, সংখ্যা ১৭ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৮০১-৯২১। ১২১ পৃষ্ঠার বিশাল এই গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিশেষ সূত্র ব্যাখ্যা করেন। একই বেগে চলমান সব পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ স্থির ধরে নিয়ে আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেন যে স্থান (space) এবং কাল (time) পরস্পর স্বাধীন নয়, বরং স্থান ও কাল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকেই জন্ম হলো স্পেস টাইম বা স্থান---কালের ধারণার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাকে ধরে ত্রিমাত্রিক জগতের প্রচলিত ধারণা ভেঙে শুরু হলো চতুর্মাত্রিক জগৎ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সঙ্গে যোগ হলো চতুর্থ মাত্রাসময়।

আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের গবেষণাপত্র জার্নালে পাঠিয়ে দিলেন জুনের ৩০ তারিখে। সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে পেপারটি প্রকাশিত হয়। পেপারটি জার্নালে পাঠিয়েই আইনস্টাইন সেটার একটি সম্পূরক পেপার লিখে ফেললেন। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সম্পূরক চার পৃষ্ঠার এই ছোট পেপারে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন বস্তুর ভরের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সমীকরণ $E = mc^2$। এটাই ছিল ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের চতুর্থ গবেষণাপত্র 'ডাজ দ্য ইনারশিয়া অব আ বডি অন ইটস ডিপেন্ডস অন?' অ্যানালেন ডার ফিজিক, সংখ্যা ১৮ (১৯০৫), পৃষ্ঠা ৬৩৯-৬৪১।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের ধারণাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন দেখালেন, বস্তু থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা বস্তুর ভরের পরিবর্তনের সমানুপাতিক। প্রাথমিকভাবে সূত্রটি ছিল: $m = E/c^2$। প্রথমবারের মতো পদার্থের ভরের সংজ্ঞা দিলেন তিনি, 'বস্তুর ভর হলো তার ভেতরের শক্তির পরিমাণ।' আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এত দিন ধরে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিল। এখন থেকে যেকোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে স্থান ও কালের ধারণা অপরিহার্য হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক জগতে আইনস্টাইন উল্লেখযোগ্য স্থান পেতে শুরু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ আসতে লাগল। ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন তিনি। ১৯১০ সালে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান এডওয়ার্ডের জন্ম হয়। ১৯১১ সালে তিনি যোগ দেন প্রাগ ইউনিভার্সিটিতে। ১৯১২ সালে যোগ দেন সুইস পলিটেকনিক্যালে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। ১৯১৪ সালে যোগ দেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে আইনস্টাইন নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সব তত্ত্বই প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপেক্ষিক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পোর্ট ব্লেয়ারে ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায়, আন্দামানে দলের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী

পোর্টব্লেয়ার, ১৯ এপ্রিল (হি.স) : লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় শুক্রবার পোর্ট ব্লেয়ারের একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় শুক্রবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, এদিন পোর্ট ব্লেয়ারের একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে বিষ্ণুপদ রায়।ভোট দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'দ্বীপের প্রতিটি বাসিন্দার এই উৎসব উদযাপন করা উচিত এবং ভোট দেওয়া উচিত। ভোট ভালভাবে হচ্ছে, আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিজেপির উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।' উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা নির্বাচেন বর্তমান সাংসদ এবং কংগ্রেস প্রার্থী কুলদীপ রাই শর্মার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।কংগ্রেস প্রার্থী কুলদীপ রাই শর্মাও এদিন নিজের ভোট দিয়েছেন। কুলদীপ বলেছেন, 'আমার বেশ ভালো লাগছে। জনগণের এক-একটি ভোটের শক্তি অনেক-প্রার্থীরা এক ভোটে জয়ী অথবা হারেন। প্রতিটি প্রার্থীর জয় অথবা পরাজয় দেশে সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে...জনগণই ঈশ্বর। গত ২৮ বছরে আমি যে কাজ করেছি, তাতে আমি বিশ্বাস করি জনগণ একবার ভেবেচিন্তে বিপক্ষে ভোট দেবেন।'

এবার মিঠুনকে তোপ কুণালের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তীকে বৃহস্পতিবার "গদ্দার" বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।ইসলামপুরের নির্বাচনী সভা থেকে যে যে অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি, সেই যুক্তি দিয়ে শুক্রবার মিঠুন চক্রবর্তীকে তোপ দাগলেন কুণাল ঘোষ।

শুক্রবার কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "মিঠুন প্রসঙ্গে:

১) অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। বিপুল টাকা নিয়েছেন। ফেরতের খবর নেই। গ্রেফতার হননি।

২) সারদার টাকা নিয়েছেন ।গ্রেফতার হননি। প্রথমে টাকা ফেরত দেননি। সিবিআই, ইডি হওয়ার পর টাকা ফেরত দিয়েছেন ভয়ে।

৩) দক্ষিণ ভারতে পরিবেশ নষ্ট করে বড় নির্মাণের অভিযোগ।

৪) বিনা অনুমোদনে স্কুল খুলে ছাত্রদের অথৈ জলে ফেলার অভিযোগ।

৫) স্ত্রী, পুত্রের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত ও গ্রেফতার এড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ হঠাৎ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে কুৎসায় নেমেছেন। সুবিধাবাদী, পাল্টিবাজ, দলবদলু।" প্রসঙ্গত মমতা ইসলামপুরের সভায় তোপ দেগেছিলেন, 'ওকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিলাম। ও এত বড় গদ্দার আমি জানতাম না।' খোঁচা দেন তাঁর ছেলেকে নিয়েও। পালটা মিঠুনবাবুর দাবি, আমার সভা, মিছিলে এতো ভিড় দেখে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি গদ্দার-ভদ্দার সব!।'

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ২ ডলারের বেশি বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লু টি আই ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

এদিন পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা। ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ২.২৯ ডলার বা ২.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৪০ ডলার এ প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৮৪.৯৮ ডলারে লেনদেন করছে যা ২.২৫ ডলার বা ২.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শক্তিশালী ও স্বচ্ছ গণতন্ত্রের জন্য ১০০ শতাংশ ভোট আবশ্যিক : বাবা রামদেব

হরিদ্বার, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): শক্তিশালী ও স্বচ্ছ গণতন্ত্রের জন্য ১০০ শতাংশ ভোট আবশ্যিক। শুক্রবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর বললেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তিনি বলেছেন, ১০০ শতাংশ ভোট অবশ্যই হতে হবে, কারণ একটি শক্তিশালী, সুস্থ, দূরদর্শী এবং স্বচ্ছ গণতন্ত্রের জন্য ১০০ শতাংশ ভোট প্রয়োজন।' শুক্রবার হরিদ্বারের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন যোগগুরু বাবা রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আচার্য বালকৃষ্ণ। ভোট দেওয়ার পর যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, 'আমার ভোট ভারতের জন্য....আমার ভোট ভারতকে রোগমুক্ত ও মাদকমুক্ত করার জন্য। আমি আমাদের তরুণ প্রজন্মের উন্নত শিক্ষার ভবিষ্যতের জন্য ভোট দিয়েছি...আমি সবাইকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। শক্তিশালী ও স্বচ্ছ গণতন্ত্রের জন্য ১০০ শতাংশ ভোট আবশ্যিক।'

গ্রাম ও দরিদ্রদের জন্য বড় দৃষ্টিভিঙ্গি ও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি : প্রধানমন্ত্রী

আমরোহা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): গ্রাম ও দরিদ্রদের জন্য বড় দৃষ্টিভিঙ্গি ও লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন দেশের ভবিষ্যতের নির্বাচন। এই নির্বাচনে আপনাদের প্রতিটি ভোট ভারতের ভাগ্য নিশ্চিত করবে। কিন্তু, ইন্ডি জোটের লোকজন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গ্রাম ও গ্রামাঞ্চলকে পিছিয়ে দিতে চায়। আমরোহা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো এলাকাগুলি এই মানসিকতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

শুক্রবার উত্তর প্রদেশের আমরোহাতে একটি নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশে টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশের জন্য বিজেপি সরকার একটি টেক্সটাইল পার্ক তৈরি করছে। আমরোহার পোশাক শিল্পও এতে লাভবান হবে। এতে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এখানকার বন্ধুরাও বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা এবং মুদ্রা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন। মোদী সরকারের গত ১০ বছরে যা কিছু হয়েছে তা কেবল একটি ট্রেলার। উত্তর প্রদেশ এবং দেশকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

অরুণাচলের গৃহগ্রাম নাফরায় রিজিজু এবং তাওয়াঙের মুক্তোয় ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু

ইটানগর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে তাঁর গৃহগ্রাম নাফরায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী কিরেন রিজিজু। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাওয়াং জেলার অন্তর্গত মুক্তো নির্বাচনী এলাকায় তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। অরুণাচল পশ্চিম আসনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির কিরেন রিজিজুর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের নাবাম টুকি। এছাড়া ভোটের ময়দানে রয়েছেন জনতা দল (ইউ)-এর রুহি টাঙ্গুং।

এদিকে অরুণাচল পূর্ব আসনেও আজ ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ওই আসনে বিজেপির বসিরাম সিরাম তাপির গাও এবং কংগ্রেসের লোয়াংচা ওয়াংলাতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবেন বলে আশাবদী কিরেন। তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে দেশের উন্নয়নে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠন করতে রাজ্যবাসী তাঁকে ভোট দেবেন।

রাজস্থানের ১২টি লোকসভা আসনে . ১০.৬৭ শতাংশ ভোট পড়েছে

জয়পুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানে প্রথম দফার ১২টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০ দশমিক ৬৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। শুক্রবার শ্রী গঙ্গানগর, বিকানের, চুরু, ঝুনঝুনু, সিকার, জয়পুর গ্রামীণ, জয়পুর, আলওয়ার, ভরতপুর, করাউলি-ধোলপুর, দৌসা এবং নাগৌর আসনে ভোট হচ্ছে। নাগৌর, বিকানের, আলওয়ার এবং চুরু এই চারটি আসন নিয়ে সারাদেশে চর্চা হচ্ছে। এই চারটি আসনে ২জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও বিজেপির এক সাংসদও রয়েছেন। নাগৌর আসনে বিজেপির জ্যোতি মির্ধার বিরুদ্ধে লড়ছেন হনুমান বেনিওয়াল। প্রথম ধাপে মোট ১১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন প্রায় ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৪১ ভোটার।

এদিন সকাল সাড়ে ৯ টায় নির্বাচন দফতরের তরফে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, শ্রীগঙ্গানগরে ১৪.১৪, বিকানেরে ১০, চুরুতে ১১.৫০, ঝুনঝুনুতে ৮.৮৩, সিকারে ৯.৬৯, জয়পুরে ১১.১০, আলওয়ারে ১২.০৩, ভরতপুরে ৯.৮৫ শতাংশ, করৌলি-ধোলপুরে ৯.৭১, দৌসায় ৯.৭০ এবং নাগৌর লোকসভা আসনে ১০.৩৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।

মণিপুরের মৈরাঙে গোলাগুলি, আতংকিত ভোটারকুল

বিষ্ণুপুর (মণিপুর), ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার অন্তর্গত মৈরাঙের একট ভোটকেন্দ্রে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। এ ঘটনায় প্রায় এক ঘন্টা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। গোলাগুলির ঘটনায় ভোটারদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া অবস্থানে এ খবর লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর।

ঘটনা আজ শুক্রবার সকালে ইনার মণিপুর আসনের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর জেলাধীন মৈরাং বিধানসভা এলাকার থামানপোকপিতে সংঘটিত হয়েছে। সকাল থেকে নাগরিকরা বেশ উৎসাহের মধ্য দিয়ে থামানপোকপির ওই ভোটকেন্দ্রে সারিবদ্ধভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছিলেন। কিন্তু আচমকা বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় বন্দুকের গোলাগুলি।

সৌভাগ্যক্রমে গোলাগুলির ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রচণ্ড গুলির শব্দে ভোটের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আতংকিত ভোটাররা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন।

সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্র এবং তার আশপাশ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী। পরিস্থিত আপাতশান্ত হলে প্রায় এক ঘন্টা পর ফের শুরু হয় ভোটদান প্রক্রিয়া।

পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগের মামলায় ধাক্কা খেল রাজ্য

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে 'দুর্নীতি'র মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় বিচারপতি হরিশ টন্ডন ও বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানি শেষে রায় ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জিটিএ আওতাভুক্ত এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ 'দুর্নীতি'র বেশ কিছু অভিযোগে সিবিআইকে অনুসন্ধান করে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ। ২৫ এপ্রিল এই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে দিতে বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই উচ্চতর বেঞ্চে যায় রাজ্য। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেতে হল রাজ্য সরকারকে। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত সিবিআই জিটিএ নিয়োগ 'দুর্নীতি'র অভিযোগগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে দেখবে। এই সংক্রান্ত দু'টি বেনামি চিঠি জমা পড়েছিল আদালতে। তা খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। তবে মামলার মূল তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে রাজ্য পুলিশ। ২৫ তারিখেই সিঙ্গল বেঞ্চে অনুসন্ধানের রিপোর্ট দেবে সিবিআই।

সব শ্রেণীর মানুষকে উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : জে পি নাড্ডা

ওয়ানাড, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): সব শ্রেণীর মানুষকে উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতিগুলি গ্রামগুলিকে শক্তিশালী করেছে এবং যুবসমাজ, কৃষক, মহিলা ও সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণীকে শক্তিশালী করেছে।' নাড্ডা শুক্রবার কেরলের ওয়ানাডে রোড শো করেন, রাস্তার ধারে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

এই রোড শো থেকেই নাড্ডা বলেছেন, 'আমরা ১০ বছর আগে ১১-তম অর্থনীতি ছিল, কিন্তু এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।'

নাড্ডা আরও বলেছেন, 'কেরলে উপস্থিত থাকা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের।

আপনারা যে উৎসাহের সঙ্গে এই রোড শোতে অংশ নিয়েছেন তা স্পষ্ট করে দেয় যে আপনারা ওয়ানাডে আমাদের প্রার্থীকে আশীর্বাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটি কেবল আমাদের প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়ে নয়, এটি ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়েও।'

ভোট দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার ডাক নড্ডার

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : "আসুন বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে আমাদের বিশেষ অধিকারকে সম্মান করি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করি।" শুক্রবার এই ভাষাতেই এক্স হ্যান্ডলে আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা।

তিনি লিখেছেন, "আমরা লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর প্রথম ধাপে পদার্পণ করেছি, সারা দেশে ১০২টি নির্বাচনী এলাকায় ভোট হবে, আমি প্রত্যেকের কাছে, বিশেষ করে নতুন ভোটারদের কাছে আবেদন করব তাঁদের মূল্যবান ভোট এমন এক সরকার গঠনের পক্ষে হোক যে সরকারের নীতিতে প্রতিফলিত হয় বিকাশ এবং সমৃদ্ধি।"

মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৩ তিন বাইক আরোহী

সাগর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় একটি গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহী ৩ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাগর জেলার বিনা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এই দুর্ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে, সেই সঙ্গে গাড়িটির খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিয়েবাড়ি থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন চন্দ্রকুমার জৈন, পবন ঘোষি এবং হরিওম তোমর। খুরাই-সাগর জাতীয় সড়কের সিলোধা গ্রামের কাছে একটি গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রকুমার জৈন ও পবন ঘোষির। খবর পেয়ে পুলিশ এসে গুরুতর আহত হরিওম তোমরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে তিনজন যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

বিরাট ব্যবধানে এবার জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নীতিন, সবাইকে ভোট দেওয়ার আহ্বান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নাগপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): বিরাট ব্যবধানে এবারও মহারাষ্ট্রের নাগপুর সংসদীয় আসন থেকে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এই আসনের বিজেপি প্রার্থী নীতিন গড়করি। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিন বলেছেন, 'আমরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব উদযাপন করছি।নাগপুরের ভোটারদের কাছে আমি আবেদন করছি, এখানে তাপমাত্রা বেশি তাই সবাই যেন তাড়াতাড়ি এসে ভোট দেন। গতবার ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল, এবার আমাদের সংকল্প ভোটের হার ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। আমি অবশ্যই এই নির্বাচনে খুব বড় ব্যবধানে জিতব।'

উল্লেখ্য, নাগপুর আসনে নীতিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ ঠাকরে। এদিন সকালে নীতিন আরও বলেন, সবাইকে ভোট দেওয়া উচিত, এটি আমাদের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্যও। এবার বিরাট ব্যবধানে জয়ের বিষয়ে আমি ১০১ শতাংশ আশাবাদী।'

"রাজভবনকেই অপব্যবহার করছেন ভোট চলাকালীন", বোসকে তোপ কুণালের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসুকে একহাত নিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। শুক্রবার কুণাল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ভোট চলাকালীন "পিস রুম"-এর নামে তৃণমূল বিরোধী প্রচারের মঞ্চ চালাচ্ছেন রাজ্যপাল। তিনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন।

ভোটের দিন এমনভাবে দিল্লি নিযুক্ত পদাধিকারীর প্রচার রীতিনীতি বহির্ভূত। আইনশৃঙ্খলা এখন কমিশনের দায়িত্বে। সেখানে রাজভবনের কোনও ভূমিকা নেই। রাজ্যপাল পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি ভোট আসনগুলিতে সফর বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূলের প্রতিবাদে। তাই রাজভবনকেই অপব্যবহার করছেন ভোট চলাকালীন।"

জম্মুর উধমপুর-ডোডা-কাঠুয়া লোকসভা আসনে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০.৪৩ শতাংশ ভোট পড়েছে

জম্মু, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মুর উধমপুর-ডোডা-কাঠুয়া লোকসভা কেন্দ্রে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সেখানে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০.৪৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত পদর-নাগসেনির ৫০টি আসনে সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। সর্বনিম্ন ভোট পড়েছে বানিহালে। সেখানে ৫৫টি আসনে ৬.৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে পুলিশ ও বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার লখনপুর থেকে উধমপুর পর্যন্ত লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় সড়কেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রার্থনায় কালীঘাটে পুজো রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রার্থনায় শুক্রবার সকালেই কালীঘাটে গিয়ে পুজো দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তারপর সোজা চলে যান রাজভবনের পিসরুমে। এদিন সকাল থেকেই সেখানে রয়েছেন তিনি। একের পর এক আসছে অভিযোগ। কোথাও ভোট দিতে যাওয়ার পথে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। কোথা থেকে আবার ইভিএম খারাপ করার অভিযোগ এসেছে।

সূত্রের খবর, অভিযোগ পাওয়ামাত্রই তা কমিশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপাল হিসেবে আমার যা দায়িত্ব আমি পালন করব। সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।' পিসরুম থেকেই ভোটের বাংলায় নজর রাজ্যপাল বোসের। সব থেকে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে কোচবিহার থেকে। রাজ্যপালের কথায়, "সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা কমিশনের দায়িত্ব।"

হেল্পলাইন চালু করেও বুথ দখল ও ভোটারদের হুমকি রুখতে ব্যর্থ বিজেপি

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি-র তরফে শুক্রবার সকাল থেকেই কোচবিহারে ভোটারদের ভয় দেখানো, জাল ভোটের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। দলের মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তৎক্ষনাৎ দেওয়া হচ্ছে অভিযোগের বিশদ তথ্য। কিন্তু অনিয়মের আশঙ্কা করে আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সফল হতে পারল না বিজেপি।

সাফাই হিসাবে বিজেপি-র তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, "আমরা ভোটারদের ভয় দেখানো এবং বুথ দখলের জন্য টিএমসি-র চেষ্টা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ পাচ্ছি। তাই, বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের সুবিধার জন্য, আমরা নির্বাচনের দিন (প্রথম পর্যায়) এর জন্য হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করছি। নম্বরটি হল ৮০৬২৩৪৮৪০৫।

চেন্নাইয়ে ভোট দিলেন কমল হাসান, বিজয় সেতুপতি—সহ একাধিক দক্ষিণী সুপারস্টার

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার শুরু হল ১৮তম লোকসভা নির্বাচন। দেশের ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ১০২ আসনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ এদিন। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর সব আসনেই আজ ভোট। এদিন সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বুথে পৌঁছে যান দক্ষিণের প্রথমসারির মেগাস্টাররা। সকাল সকাল বুথে গিয়ে ভোট দিলেন অভিনেতা ধনুষ। চেন্নাইয়ের এক বুথে ভোট দিলেন অভিনেতা কমল হাসানও। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সকালেই বুথে পৌঁছে যান অভিনেতা অজিথ কুমার, বিজয় সেতুপতি, ইলিয়ারাজা, শরৎ কুমার, রাধিকা কুমার, শ্রীভাকার্থিকেয়ান, তৃষা কৃষ্ণন, কমেডিয়ান যোগী বাবু প্রমুখ।

বুথের মধ্যে হড়োহুড়ি, ভোট দিতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির শিকার কমল হাসান

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচনে সকাল সকাল ভোট দিলেন দক্ষিণী মেগাস্টার কমল হাসান। চেন্নাইয়ের একটি বুথে ভোটদান করেন অভিনেতা। সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইন দিয়ে ভোটদান করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কমল হাসানের ভোটদানের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে উপচে পড়ে ভিড়।

শুক্রবার সকালেই একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, চেন্নাইয়ের একটি বুথে কমল হাসানকে দেখতে জনতার ভিড় উপচে পড়ে। প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে যান অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে। উল্লেখ্য, এবছর কমল হাসান এবং তাঁর দল মাক্কাল নিধি মাইয়াম (এম এন এম) লোকসভা ভোটে লড়ছেন না। তবে তাঁকে ডিএমকে এবং বাম প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করতে দেখা গিয়েছে।

উধমপুরে ভোট দিলেন নবদম্পতি, বিয়ের সাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে খুশি স্বামী ও স্ত্রী

উধমপুর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দেশের স্বার্থে ভোট দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক, তা বুঝিয়ে দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরের নবদম্পতি। বিয়ের পোশাকেই শুক্রবার সকালে ভোট দিলেন নববধূ ও তাঁর স্বামী। ভোট দেওয়ার পর আনন্দ ও প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। বিয়ের পোশাকেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে উধমপুরের এই নবদম্পতি নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ।বিয়ের অনুষ্ঠান শেষেই তাঁরা চলে আসেন ভোটদান কেন্দ্রে। প্রয়োগ করেন নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার। নববধূ রাধিকা শর্মা বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার আমাদের বিয়ে হয় এবং শুক্রবার সকালে বিদায়ী অনুষ্ঠানের পর আমি স্বামীকে বলি আমাদের অবশ্যই ভোট দেওয়া উচিত।

উত্তরাখণ্ডে একসঙ্গে ভোট দিলেন তিন প্রজন্মের নারী

দেহরাদুন, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে লোকসভা ভোট। এদিন উত্তরাখণ্ডের ৫ লোকসভা আসনে নির্বাচন। সেখানকার একটি ভোটদানের ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তাতে দেখা গেছে, একসঙ্গে ভোট দিয়েছেন তিন প্রজন্মর নারী। দুই মেয়ে, তাদের মা এবং দিদিমা। দেহরাদুনের বাসিন্দা প্রভা শর্মা (দিদিমা), প্রীতি কৌশিক (প্রভার মেয়ে) ও দুই নাতনি শমিতা ও সাক্ষী (প্রীতির দুই মেয়ে)---র ভোটদানের ছবি ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাদের একসঙ্গে ভোট দেওয়ার ছবি দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার উত্তরাখণ্ডে এক দফাতেই ৫ লোকসভা আসনে সম্পন্ন হয়ে যাবে ভোট। ২০১৯ সালে ৫টি আসনই পেয়েছিল বিজেপি।

বেগুসরাই থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার দিনই বেগুসরাই থেকে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। বিহারের বেগুসরাই কেন্দ্র থেকে লড়বেন বিজেপি প্রার্থী গিরিরাজ।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি বলেন, বিহারের ৪০টি আসনই পাবে বিজেপি তথা এনডিএ জোট। এনডিএ এই ৪০টি আসনে লড়ছে মানে আসলে এই ৪০টি আসনে লড়ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে গিরিরাজ সিং তৎকালীন বাম প্রার্থী কানাইয়া কুমারকে ভোটে পরাজিত করেন। এবারে গিরিরাজ সিংয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন ইন্ডি ব্লকের প্রার্থী অবদেশ কুমার রাই।

নির্বাচনী আবহে ছত্তিশগড়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত জওয়ান

বিজাপুর, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় ভোট চলাকালীন আচমকা গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় ভোটের দায়িত্বে থাকা এক সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "বস্তার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।"

জানা গেছে, শুক্রবার জওয়ানদের একটি দল যখন তল্লাশি অভিযানে বেরিয়েছিল তখন উসুর থানা এলাকার গলগাম এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে বিস্ফোরণটি ঘটে ভোটকেন্দ্র থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে।

সস্ত্রীক চেন্নাইয়ে ভোট দিলেন আর এন রবি, রাজ্যপাল বললেন এটা গণতন্ত্রের উৎসব

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। শুক্রবার চেন্নাইয়ের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন রাজ্যপাল রবি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীও। সস্ত্রীক চেন্নাইয়ের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রবি। নিজে ভোট দিয়েছেন এবং তামিলনাড়ুর সমস্ত নাগরিককে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যপাল আর এন রবি বলেছেন, 'এটি গণতন্ত্রের উৎসব, এতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এই চিহ্নটি (কালি করা আঙুল) একজন নাগরিকের সবচেয়ে সুন্দর চিহ্ন। আমি সকল নাগরিককে, বিশেষ করে প্রথমবারের মতো ভোটারদের এই উৎসবে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।'

কাজের সন্ধান

পাওয়ার কর্পোরেশনে ৪০০ ট্রেনি নিয়োগ
ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে এন.পি.সি.আই.এল-এ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমই, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বাপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

এন.পি.সি.আই.এল-এ অর্থাৎ নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড তথা কর্পোরেট সেক্টরের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে এধরনের এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এন.পি.সি.আই.এল-এ এখন এক্সিকিউটিভ ট্রেনি হিসেবে ৪০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এন.পি.সি.আই.এল-এ অর্থাৎ নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে এক্সিকিউটিভ ট্রেনি হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৪-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ডিসিপ্লিন বা ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এন.পি.সি.আই.এল/ এইচকিউ/ এইচআরএম/ ইটি/ ২০২৪/ ০২, তারিখ ১০ এপ্রিল, ২০২৪।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ডিসিপ্লিন ও ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ মেকানিক্যাল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ১৫০টি। এর মধ্যে ৬০টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৪টি ইডব্লিওএস, ২৩টি এসসি, ১২টি এসটি এবং ৪১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ২ ঃ কেমিক্যাল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ৭৩টি। এর মধ্যে ২৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি ইডব্লিওএস, ১১টি এসসি, ৬টি এসটি এবং ২০টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৩ ঃ ইলেকট্রিক্যাল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ৬৯টি। এর মধ্যে ২৭টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি ইডব্লিওএস, ১১টি এসসি, ৫টি এসটি এবং ১৯টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৪ ঃ ইলেকট্রনিক্স ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ২৯টি। এর মধ্যে ১২টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি ইডব্লিওএস, ৪টি এসসি, ২টি এসটি এবং ৮টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৫ ঃ ইন্সট্রুমেন্টেশন ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ১৯টি। এর মধ্যে ৭টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি ইডব্লিওএস, ৩টি এসসি, ২টি এসটি এবং ৫টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং - ৬ ঃ সিভিল ডিসিপ্লিনে মোট শূন্যপদ ৬০টি। এর মধ্যে ২৪টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৬টি ইডব্লিওএস, ৯টি এসসি, ৫টি এসটি এবং ১৬টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসাবে মোট ৪০০টি শূন্যপদের মধ্যে ১৫৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৯টি ইডব্লিওএস, ৬১টি এসসি, ৩২টি এসটি এবং ১০৯টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। যোগ্যতা নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ এমই/ এমটেক পাশ। নম্বরের আধিক্য অথবা গেইট স্কোর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। প্রতি ক্ষেত্রে মূল মাইনে পে মেট্রিক্স লেভেল-১০ অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫৬,১০০ টাকা।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে
সেবি-তে ৯৭ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বা সেবি-তে অ্যাসিস্ট্যান্টম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এলএলবি, যে-কোনও বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৯৭ জন নিয়োগ হচ্ছে সেবি অর্থাৎ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফ্ট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে স্থায়ী মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সেবি অর্থাৎ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্টম্যানেজার পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯৭-এর মধ্যে জেনারেল স্ট্রিমে শূন্যপদ ৬২টি। লিগ্যাল স্ট্রিমে শূন্যপদ ৫টি। ইনফর্মেশন টেকনোলজি স্ট্রিমে শূন্যপদ ২৪টি। ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল স্ট্রিমে শূন্যপদ ২টি। রিসার্চ স্ট্রিমে শূন্যপদ ২টি। অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ স্ট্রিমে শূন্যপদ ২টি। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন, যোগ্যতার মাপকাঠি ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, প্রিলিমিনারি, মেইন পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বর করে দুটো পেপারে মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় এক ঘন্টা ও ৪০মিনিটের দুই শিফ্টে। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। এবিষয়ে কোনও পরিবর্তন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। সর্বভারতীয় চাকরি হলেও প্রতিটি রাজ্যের প্রার্থীরা নিজ নিজ রাজধানী বা শহরে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলায় পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় পছন্দের সেন্টার চয়েজ করে দিতে হবে। তবে পরীক্ষার নির্দিষ্ট ও সঠিক স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে মূল পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর জন্য নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য পরে জানানো হবে এসএমএস-এর মাধ্যমে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রেল পরিবহন নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা শীঘ্রই, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট, টিউটর (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, নন-টিচিং স্টাফ (নবোদয়)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশদের পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর, এজিএমসি এন্ড জিবি (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ টিইকিউ পাশ, নিয়োগ এপিআই অনুযায়ী,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল,
ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস এক্সামিনেশন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১৪ জুলাই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**,
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমই, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বাপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক সার্ভিস, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা ২১ জুন, কেন্দ্র শিলং/ কলকাতা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সেবি),**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও (স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (এনআইটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস পরীক্ষার
অনলাইনে আবেদন, ৮২৭ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস পাশ প্রার্থীরাই সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিসেসের এম.ও, এডিএমও, জিডিএমও ইত্যাদি বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৪ সালের সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস এগজামিনেশন-এর মাধ্যমে ৮২৭ শূন্যপদে তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে, প্রথমে লিখিত পরীক্ষা এবং পরে পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। এককথায়, ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস এগজামিনেশন-এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১৪ জুলাই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। এই নিয়াগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ৮/২০২৪ - সিএমএস, তারিখ ১০ এপ্রিল, ২০২৪ ইং।

সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস এগজামিনেশন-এর ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএসসিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স পাশ প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। নিয়োগ হবে এইসব সার্ভিসে ঃ ক্যাটেগরি (১) ঃ মেডিকেল অফিসার্স গ্রেড ইন জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার্স সাব-ক্যাডার অফ সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিস ঃ শূন্যপদ ১৬৩টি। ক্যাটেগরি (২-১) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার ইন দ্য রেলওয়েজ ঃ শূন্যপদ ৪৫০টি। ক্যাটেগরি (২-২) ঃ জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার ইন নিউ দিল্লি মিউনিসিপাল কাউন্সিল ঃ শূন্যপদ ১৪টি। ক্যাটেগরি (২-৩) ঃ জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার গ্রেড-টু ইন মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ দিল্লি ঃ শূন্যপদ ২০০টি। সবক্ষেত্রেই প্রার্থীবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৪ সালের সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস এগজামিনেশন-এর মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ১৪ জুলাই, ২০২৪, দেশের এইসব কেন্দ্রগুলিতে: আগরতলা, কলকাতা, কটক, দিসপুর, গ্যাংটক, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি, আইজল, শিলং, পোর্ট ব্লেয়ার ইত্যাদি। অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এই নিয়োগ সংক্রান্তবিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করেও দেখে নিতে পারেন।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে ফোনে/সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ইউপিএসসি'র সিএমএসই অর্থাৎ কম্বাইন্ড মেডিকেল সার্ভিস এগজামিনেশন-এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। লিখিত পরীক্ষা হবে মোট ৫০০ নম্বরের ২টি পেপারে। প্রতিটি ২৫০ নম্বর করে। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক। সময় পাবেন ২ ঘণ্টা ও ৩ ঘন্টা হিসেবে মোট ৫ ঘন্টা। সবক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে হিন্দি অথবা ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১২ থেকে ১৩ গুণ প্রার্থীকে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাকা হবে। পার্সোনালিটি টেস্ট হবে ১০০ নম্বরের। পরীক্ষার নম্বর সহ বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল পরিবহন নিগমে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা শীঘ্রই, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **সিনিয়র রেসিডেন্ট, টিউটর**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* নবোদয় স্কুল সমূহে **স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, নন-টিচিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশদের পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে এজিএমসি এন্ড জিবিপি হসপিটালে **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ টিইকিউ পাশ, নিয়োগ এপিআই অনুযায়ী, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল, ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন** -এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১৪ জুলাই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমই, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বাপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক সার্ভিস, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন** -এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা ২১ জুন, কেন্দ্র শিলং/ কলকাতা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেবি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগে **এটেন্ড্যান্ট, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এনআইটি-তে **ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

ভারতীয় রেল দ্বারা ২০২৪-এর গ্রীষ্মকালে রেকর্ড সংখ্যক অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিচালিত সামার স্পেশাল ট্রেনের ৮৮টি ট্রিপ

মালিগাঁও, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪: যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং গরমের সময় ভ্রমণের চাহিদার প্রত্যাশিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতীয় রেলওয়ে গ্রীষ্মকালে স্পেশাল ট্রেনের রেকর্ড-ব্রেকিং ৯১১১টি ট্রিপ পরিচালনা করেছে। যা ২০২৩-এর গ্রীষ্মকালের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণের বৃদ্ধি চিহ্নিত করেছে, যেখানে মোট ৬৩৬৯টি ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর অর্থ হলো ২৭৪২ টি ট্রিপ বৃদ্ধি, যা যাত্রীদের চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে। এই গ্রীষ্মকালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য সুগম ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ট্রেনের ৮৮টি ট্রিপ পরিচালনা করবে।

প্রধান প্রধান রেলওয়ে রুটগুলিতে সুগম ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য তথা সমগ্র দেশের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থলগুলিকে সংযুক্ত করতে এই অতিরিক্ত ট্রেনগুলি নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের ভিড় সামলাতে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত সবগুলি জোনাল রেলওয়ে অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ থেকে দেশজুড়ে ব্যপ্ত থাকা প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থলগুলি পর্যন্ত সামার স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত ট্রেনের পরিকল্পনা এবং চালানো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটে ট্রেনের চাহিদা মূল্যায়নের জন্য পিআরএস সিস্টেমে ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের বিবরণের পাশাপাশি মিডিয়া রিপোর্ট, সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, রেলওয়ে ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এর মতো দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সমস্ত যোগাযোগ চ্যানেল থেকে ইনপুট গ্রহণ করা হয়। এই প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ট্রেনের সংখ্যা ও ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ট্রেনের সংখ্যা অথবা অতিরিক্ত ট্রেনের মাধ্যমে পরিচালিত ট্রিপের সংখ্যা সমগ্র মরসুমের জন্য ধার্য করা হয় না। গরমের সময় যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পানীয় জলের উপলব্ধতাও নিশ্চিত করা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা সমস্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে করা হয়। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য এই সমস্ত স্টেশনে বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন।

জেনারেল ক্লাসের কোচগুলিতে প্রবেশের জন্য সারিবদ্ধ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে ট্রেনের যাত্রা আরম্ভ করা স্টেশনগুলিতে আরপিএফ কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়। জনসমাগমপূর্ণ এলাকাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য এবং যাত্রীদের রিয়েল টাইম সহায়তা প্রদান করতে সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমে দক্ষ আরপিএফ কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়। প্রচণ্ড ভিড়ের সময় পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ফুট ওভার ব্রিজগুলিতে গর্ভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়।

যাত্রীদের সুবিধাজনক ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার অথবা আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট/অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা নিজেদের টিকিট বুক করতে পারবেন।

কেজরিওয়ালের আম খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শাজিয়া, বিঁধলেন এএপি প্রধানকে

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির তিহার জেলে বসে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেত্রী শাজিয়া ইলমি। ডায়াবেটিস থাকা সত্ত্বেও আম খাওয়ার জন্য বিঁধলেন এএপি প্রধানকেও। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেত্রী শাজিয়া ইলমি বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানেন, তাঁর কী খাওয়া উচিত এবং কী খাওয়া উচিত নয়। কেন কোনও সরকারী এজেন্সি তাঁর খারাপ স্বাস্থ্যের দায় নেবে এবং তাঁর জীবনের কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করবে?'

শাজিয়া ইলমি আরও বলেছেন, 'তিনি অভিযোগ করছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে খাবার দিচ্ছে যা তার ক্ষতি করতে পারে। যখন থেকে সে হেফাজতে আছে, সে মাত্র দু''বার জেলের খাবার খেয়েছে, অন্যথায় সে শুধু ঘরের খাবার খায়। যার টাইপ-২ ডায়াবেটিস আছে, সে আম খাবে না। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভুগছেন। সে জানে তাঁর কী খাওয়া উচিত আর কী নয়।'

জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস নিশীথের গলায়

কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার ভোট শেষ হওয়ার আগেই জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের গলায়। তাঁর দাবি, তৃণমূল বুঝতে পেরেছে যে হারবে, তাই এলাকায় সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করছে। ''জেলাজুড়ে গণ প্রতিরোধ'', তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে দাবি করেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনে এদিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল কোচবিহার। আর এবার সেই অশান্তি নিয়ে সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করলেন নিশীথবাবু। এদিন তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, ''মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আটকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল, কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'' তাঁর অভিযোগ, ''তৃণমূলের গুন্ডারা বিজেপির পোলিং এজেন্ট, ভোটারদের সকাল থেকেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। যদিও আমাদের এখানকার মানুষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি, পৌরভোটে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আর সেই কারণেই গোটা জেলাজুড়ে গড়ে উঠেছে গণ প্রতিরোধ।''

গরমে আইনজীবীদের পোশাকে ছাড়, কালো জোব্বা পরতে হবে না

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): এই গরমে গলা বন্ধ সাদা কলার, টাই, লম্বা হাতা সাদা পোশাক আর তার উপর পা পর্যন্ত ঢাকা কালো জোব্বা! কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের গরমে যেখানে তাপমাত্রার পারদ প্রায় সর্বত্রই ৪০ ছাড়িয়েছে, সেখানে এই পোশাকেই এজলাস থেকে এজলাসে ছুটে চলেছেন আইনজীবীরা। পর পর মামলা, সঙ্গে ফাইলের বোঝা। সব মিলিয়ে হাঁসফাঁস দশা। আইনজীবীদের এই যন্ত্রণা বুঝেই অবশেষে তাঁদের পোশাকের ভার লাঘব করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার একটি বিশেষ বিবৃতি জারি করে কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছে আইনজীবীদের আপাতত এই আবহাওয়ায় কালো জোব্বা পরতে হবে না। আদালতে সাধারণত নির্দিষ্ট পোশাকবিধি মেনেই পোশাক পরতে হয় আইনজীবীদের। তার মধ্যে অন্যতম ওই সিল্ক বা মোটা কাপড়ের কালো জোব্বা। আদালত চত্বরে যাও বা অনেকে জোব্বা খুলে হাতে রাখেন, এজলাসে গেলে তা না পরে উপায় নেই। কিন্তু গরমে ওই পোশাক বার বার খোলা-পরার যেমন অনুপযোগী, তেমনই অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে ওই জোব্বা পরে এজলাস থেকে এজলাসে ছুটে বেড়ানো।

স্থিতিশীল সরকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

দামোহ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): স্থিতিশীল সরকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের দামোহতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, '২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন শুধু সাংসদ নির্বাচনের জন্য নয়, দেশের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য। আগামী ৫ বছরে ভারতকে বিশ্বের একটি বড় শক্তিতে পরিণত করতেই এই নির্বাচন। বিশ্বে যখন যুদ্ধের পরিবেশ, তখন ভারতে একটি শক্তিশালী সরকারকে যুদ্ধের নিরিখে কাজ করতে হবে। একমাত্র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারই এই কাজ করতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিগত ১০ বছরে দেশ দেখেছে একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।

করোনার সময় সমগ্র বিশ্বে হাহাকার ছিল, কিন্তু দেশের শক্তিশালী বিজেপি সরকার সমগ্র বিশ্ব থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিজেপি সরকার কোটি কোটি ভারতীয়কে বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে এবং তাদের করোনা থেকে রক্ষা করার জন্য ভ্যাকসিনের ডোজও দিয়েছে। দেশে এখন এমন একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার আছে, যা কাউকে ভয় করে না, কারও সামনে মাথা নত করে না। দেশ সর্বাগ্রে নীতিতে কাজ করে ভারতীয় জনতা পার্টি, দেশের স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

টাটা মোটর্সকে বিপুল ক্ষতিপূরণের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, মামলা ছাড়লেন আরও এক বিচারপতি

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা তৈরির মামলার আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম। কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্টের একের পর এক বিচারপতি এই মামলা শুনতে আপত্তি জানিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছেন। শুক্রবার এই মামলা ছাড়েন রবি কিষেন কাপুর।

এর আগে বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত কারণে এই মামলা থেকে সরে গিয়েছিলেন। এখন দেখার মামলাটি কার এজলাসে ওঠে। ২০০৬ সালে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু, এরপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে যায়। কৃষি জমিতে কারখানা গড়া হচ্ছে, এই সব আরও একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপট লেখার ক্ষেত্রে অন্যতম ক্ষেত্র ছিল সিঙ্গুর, মত তাঁদের। ২০০৮ সালে সিঙ্গুর থেকে সরার কথা জানায় টাটারা। এরপর এক দশকের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। সিঙ্গুর নিয়ে নানা মুনির নানা মতামত উঠে এসেছে।

২০১৬ সালে বাম জমানাতে টাটাদের গাড়ি কারখানার জন্য নেওয়া জমি শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ফেরত দেওয়ার সময় অনেকাংশে 'চাষযোগ্য' করে দেওয়া হয়, দাবি করা হয়েছিল এমনটাই।

কেন এত অভিযোগ, দিল্লি থেকে ফোন পশ্চিমবঙ্গের সিইও-কে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল, (হি.স.): কোচবিহারে এত ঝামেলার কারণ কী? বিস্তর অভিযোগ জমা পড়ায় নির্বাচন কমিশন ফোন করে জানতে চাইল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। সূত্রের খবর, বেলা সওয়া ১২টা পর্যন্ত ১৭২টি অভিযোগ জমা পড়েছে। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের কুমারগ্রাম বিধানসভার ১০/২৬১ নং বুথ বোড়াগাড়ি নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইভিএম বিকল হওয়ায় প্রায় ২ ঘণ্টা বন্ধ ছিল ভোটগ্রহণ। সাড়ে ১১টার পর নতুন ইভিএমে চালু হয় ভোট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে অতিষ্ঠ হয়েপড়েন ভোটাররা।

সকাল ১০টা পর্যন্ত কমিশনে ১৫১টি অভিযোগ জমা পড়ে। যার সিংহভাগটাই কোচবিহারের বলে জানিয়েছে কমিশন।

তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অপহরণ করেছে বলে কুঠীবাড়ি ডিএন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিযোগ করেন বিজেপি''র মণ্ডল সহ-সভাপতি। পাশাপাশি বাইক-ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর হয়, ভোটদানে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এর রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

অন্যদিকে, সিআরপিএফ জওয়ান ও বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আলিপুরদুয়ারের কালচিনির চুয়াপাড়ার ৮৫ নম্বর বুথে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আবার, কোচবিহারের চান্দামারিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ হয়। পাথর ছোড়াছুড়ি হয়। ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্রীয়বাহিনী।

জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার ফুলবাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে চতুরাগছ হাইস্কুলের কাছে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তুফানগঞ্জ-টু ব্লকের বারকোদালি-ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরহাটে তৃণমূলের অস্থায়ী নির্বাচন কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

অসমের পাঁচ আসনে বেলা তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬০.৭০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের পাঁচ আসন যথাক্রমে ডিব্রুগড়, যোরহাট, কাজিরঙা, শোণিতপুর এবং লখিমপুরে সার্বিকভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬০.৭০ শতাংশ। এদিকে কাজিরঙা আসনের অন্তর্গত শালপাড়া ভোটকেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি এজেন্টের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ছাড়া এখন পর্যন্ত অন্য কোনও কেন্দ্র থেকে অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি।

রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, অসমে প্রথম দফায় পাঁচটি লোকসভা আসনে নির্বাচনে পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে।

আজ সকাল সাতটা থেকে ওই পাঁচ আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।

ডুডল বদলে দেশের নির্বাচনী উৎসবে শরিক গুগল

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব। এতে এবার সামিল হল বিশ্বের বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন গুগলও । প্রথম দফার ভোটেই ভোল বদলে গেল ডুডলের। লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর রংয়ে সাজল গুগল ডুডল। গুগল লেখার দ্বিতীয় ''ও''টি পরিবর্তন হয়ে সেই জায়গায় আজ ফুটে উঠেছে আঙুলে ভোটদানের চিহ্ন।এই ভোট উৎসব উদযাপনে শরিক টেক জায়ান্ট গুগল। ভারতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুগলও তার হোম পেজে ডুডলে পরিবর্তন এনে গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে যোগ দেয়।প্রথম দফায় দেশের ১০২টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের তিনটি জেলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে সকাল থেকে ভোটগ্রহণ চলছে।প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬ টায়। ভোটারদের মধ্যে ৮.৪০ কোটি পুরুষ, ৮.২৩ কোটি নারী এবং ১১,৩৭১জন তৃতীয় লিঙ্গের

মাথাভাঙায় বিডিও অফিসের কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : সকাল থেকে উত্তপ্ত কোচবিহারের মাথাভাঙা। দুটো সমস্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন ভোটারদের আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কিউআরটি ঘটনাস্থলে সময়মত যায়নি বলেও অভিযোগ ওঠে।

মাথাভাঙায় শিকারপুর বিডিও অফিসে ভোট করাতে আসা ভোটকর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। বিডিও অফিসের কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সরকারি কর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ নজিরবিহীন।

সরকারি কর্মীদের বক্তব্য, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো গরু ছাগলের মতো আচরণ করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ''আমরা একটা ঘরে ছিল। সেই ঘরেই তালা। বলছে বাথরুমে যাও, ঘরে ঢোকে, আর লাল চা দিয়েছে।'' আর এক কর্মী বলেন, ''ভোর চারটার মধ্যে তৈরি হয়ে যাই। এখানে যাঁরা আমাদের আটকেছে, তাঁরাও সরকারি কর্মী। তবে আমি বিডিও, কোনও অফিসারকে দোষ দেব না। একগ্রুপ ডি স্টাফ রাতে লাফ মেরে বলে বিয়ে বাড়িতে ভাত খেতে এসেছো, লাথি মেরে তুলেছে আমাদের।'' আর এক ভোটকর্মী বলেন, ''রাতে আমরা যখন আসি, এক ভদ্রলোক মদ্যপ অবস্থায় এসে গালিগালাজ করতে থাকেন।''

যদিও বিডিও বলেন, ''ভোটকর্মীদের এসি ঘরে রাখা হয়েছে, কোথাও কোনও তালা মারা হয়নি।''

দেশে কংগ্রেসের সরকার থাকলে তেজস যুদ্ধবিমান আকাশের উচ্চতা ছুঁতে পারত না : প্রধানমন্ত্রী

দামোহ, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী জনসভা থেকে ফের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের দামোহের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরকে কয়েক দশক ধরে দুর্বল করে রেখেছে। কংগ্রেস সরকার সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কেনার সময় নিজেদের সুবিধার দিকে আরও মনোযোগ দিয়েছে। এই লোকেজন নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেশের বায়ুসেনাকে দুর্বল করার এবং রাফাল বিমান থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছিল। এখন দেশে কংগ্রেসের সরকার থাকলে ভারতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান আকাশের উচ্চতা ছুঁতে পারত না।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিজেপি সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্বনির্ভর ও ক্ষমতায়িত করেছে। বর্তমানে ভারত এমন একটি দেশ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে যা অন্যান্য দেশে অস্ত্র রফতানি করে। গত বছরে ভারত অন্যান্য দেশের কাছে ২১ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রি করেছে। ভারতও ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র রফতানির দিকে এগোচ্ছে। কিছু সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মোস মিসাইলের প্রথম চালান যাচ্ছে ফিলিপিন্সে। এ জন্য আমি সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই।'

গান্ধীনগর থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন অমিত শাহ

এনডিএ ৪০০ আসন অতিক্রম করবে বলে আশাবাদী

গান্ধীনগর, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : গুজরাটের গান্ধীনগর সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শুক্রবার স্ত্রী সোনাল শাহ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল-সহ অন্যান্য নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে গান্ধীনগর লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর তিনি বলেছেন, 'এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে ৪০০ ''পার'' করিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে উৎসাহিত গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ সারা বিশ্বে গৌরব অর্জন করেছে। দেশের জনগণ যে বছরগুলি দিয়েছে, তা ইউপিএ সরকারের তৈরি গর্তগুলি পূরণ করতে ব্যয় হয়েছে এবং এই পরবর্তী ৫ বছর একটি বিকশিত ভারত গড়ার ভীত স্থাপনের বছর হবে। আমি জনগণকে ভোট দেওয়ার এবং পদ্ম ফোটাতে আবেদন করছি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ৪০০ আসন অতিক্রমের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সফল করুন।'

নির্বাচনী প্রচারের সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক বিজেপি কর্মীর

কোডাগু, ১৯ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা ভোটের প্রথম দিনে মর্মান্তিক পরিণতি হল এক বিজেপি কর্মীর। শুক্রবার কর্নাটকের কোডাগুতে নির্বাচনী প্রচারের সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বিজেপি কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে কুশলনগর তালুকের ভালনূর গ্রামে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

চেন্নাইতে ভোট দিলেন রজনীকান্ত, হাসিমুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ অভিনেতার

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে ভোট দিলেন অভিনেতা রজনীকান্ত। শুক্রবার সকাল সকালই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বুথে পৌঁছে যান তিনি। হাসিমুখে ভোট দিলেন অভিনেতা। শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চেন্নাইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত।

শুধুমাত্র রজনীকান্তই নন, এদিন তামিল চলচ্চিত্র জগতের কলাকুশলীরাও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বুথে পৌঁছে যান দক্ষিণের প্রথমসারির মেগাস্টাররা। সকাল সকাল বুথে গিয়ে ভোট দিলেন অভিনেতা ধনুষ। চেন্নাইয়ের এক বুথে ভোট দিলেন অভিনেতা কমল হাসানও। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সকালেই বুথে পৌঁছে যান অভিনেতা অজিথ কুমার, বিজয় সেতুপতি, ইলিয়ারাজা, শরৎ কুমার, রাধিকা কুমার, শ্রীভাকার্থিকেয়ান, তৃষা কৃষ্ণন, কমেডিয়ান যোগী বাবু প্রমুখ।

৪ দিন ধরে লাগাতার পতন বাজারে, শুক্রবার ৬০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল, (হি.স.): গত ৪ দিন ধরে লাগাতার পতন বাজারে। শুক্রবারও বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ৬০০ পয়েন্ট পড়েছে সেনসেক্স। খারাপ অবস্থা নিফটিরও। যার ফলে শেষ ৪ দিনে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা খুইয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

শনির দশা কাটছে না শেয়ারবাজারে। দেশের শেয়ার বাজারের এমন বেহাল পরিস্থিতির জন্য ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ আবহকেই দায়ী করছে বিশেষজ্ঞ মহল। সাম্প্রতিক সময়ে কারাত রেকর্ড গড়ে ৭৫ হাজারের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেছিল সেনসেক্স। তবে শুধুমাত্র চলতি সপ্তাহে লাগাতার পতনের জেরে তা ৭২ হাজারে এসে ঠেকেছে। নিফটি ও ব্যাঙ্ক নিফটির অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। এদিন বাজার খোলার পর ৬০৮ পয়েন্ট নেমে গিয়ে সেনসেক্স গিয়ে পৌঁছয় ৭১,৮০০ তে। নিফটি ১৭৩ পয়েন্ট পড়ে পৌঁছয় ২১, ৮২২-এ। এই বেহাল পরিস্থিতি এখনই স্বাভাবিক হওয়ার আশা দেখছে না বিশেষজ্ঞ মহল। ফলে এখন বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে ইরান ও ইজরায়েল, ভারতের দুই বন্ধু দেশের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এর প্রভাব এসে পড়ছে শেয়ার বাজারে।

পরবর্তী নৌবাহিনীর প্রধান হবেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নৌবাহিনীর পরবর্তী প্রধান হিসেবে ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠীকে নিযুক্ত করেছে। বর্তমান নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ায় ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি ওই পদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।বর্তমান নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার আগামী ৩০ এপ্রিল বিকেলে অবসর নিচ্ছেন। ওই একই দিনে ভাইস অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী নতুন নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি অফিসিয়াল বিবৃতির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছে। ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠী ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই ভারতীয় নৌসেনার কার্যকরী শাখায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নৌবাহিনীতে প্রায় ৩৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

দক্ষিণ বিহারকে খরা ও বন্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি দিতে হবে : জিতেনরাম মাঞ্জি

গয়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় শুক্রবার ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা গয়া লোকসভা আসনের এনডিএ প্রার্থী জিতেনরাম মাঞ্জির। তাঁর আরও একটি পরিচয় হল, তিনি হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চার নেতা। শুক্রবার ভোটের দিন জিতেনরাম মাঞ্জি বলেছেন, দক্ষিণ বিহারকে খরা ও বন্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি দিতে হবে।জিতেনরাম মাঞ্জি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'কিছু প্রাথমিক বিষয় রয়েছে, যেমন উত্তর বিহার যা প্রায়ই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়...দক্ষিণ বিহার খরায় ভুগছে; আমরা চাই দক্ষিণ বিহার খরা ও বন্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি পাক। গয়ায় বুদ্ধ ও বিষ্ণুর করিডোর তৈরি করা উচিত।'

মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে জনঢল

● প্রথম পাতার পর

কীর্তি সিং দেববর্মার সমর্থনে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, পানিসাগরের জনপ্রিয় বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ,, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক এবং উত্তর ত্রিপুরা বিজেপি দলের সভাপতি কাজল দাস। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বলেন ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি জি সাধারণ মানুষের কাছে আশীর্বাদ কামনা করছেন। ২০১৮ সালে এই মোদিজীর কল্যাণে কৃপা রাজ্য একটা কুশাসন এবং দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিভিন্ন কেন্দ্রে মানুষ উৎসাহের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন কিন্তু নির্বাচনের শেষে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিদের বলতে শোনা যাবে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে এই রাজ্যে। আগে ভোটের আগে চলতো সন্ত্রাস ভোটের দিন চলতো সন্ত্রাস এবং ভোট শেষ হলে হত নির্বাচনের পরবর্তী সন্ত্রাস।

২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচন এবং তার পরবর্তী সময় উপনির্বাচনে কোন ধরনের সন্ত্রাস ছাড়া এই রাজ্যে যেভাবে ভোট পর্ব সম্পন্ন হয়েছে তাতে সারা রাজ্যের মানুষের নজর পড়ে গেছে। কারণ বিজেপি কখনো সন্ত্রাস বা অশান্তিতে বিশ্বাসী নয়। বামফ্রন্টের আমলে এই রাজ্য সন্ত্রাসের রাজ্য বলে চিহ্নিত ছিল। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলার মত কোন ক্ষমতা নেই। কারণ কমিউনিস্টরা বিশ্বাসী নয়। তারা ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকদের শোষণ করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে মূলমন্ত্র। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য এ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিমান্ত নিয়ে সমস্যা উগ্রপন্থী সমস্যা নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

২০১৪ সালের পর থেকে এই ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ ক্রমাগত চলছে। ৩৭০ ধারা বিলোভ করে জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দাদের জন্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সুবিধা করে দিয়েছে মোদি সরকার। তিন তালাক বিলুপ করে সংখ্যালঘু মহিলাদের যে অধিকার রয়েছে তা দিতে সক্ষম হয়েছে এ সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ রামময় হয়ে গেছে। বাম আমলে স্বর্ণযুগ বলে নেতাদের মুখে শোনা গেলেও কোথায় সোনা পাওয়া যায়নি অথচ ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে হীরার যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্য বিশাল উন্নতি সাধন করেছে। ১৮ থেকে বিশটি এক্সপ্রেস ট্রেন রাজ্য থেকে বের হচ্ছে আর লোকাল ট্রেন গুলি যোগ করলে ২২ থেকে ২৪ টি ট্রেন যোগাযোগব্যবস্থায় জড়িয়ে আছে। বলতে গেলে সারা ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ন উন্নতি সাধন হোক ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

তৃতীয় বার বিজেপি সরকারকে আরেকবার প্রতিষ্ঠা করতে দিন এই সরকার কি পরিমান উন্নতি করতে পারে তা সবাই বুঝতে পারবেন। তাই দেশের স্বার্থে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে কয়েক দশক ধরে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে তৃতীয়বার মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। ২৬ এপ্রিল পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে মোদিকে এই আসনটি উপহার দেওয়ার জন্য সবার কাছে আবেদন জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা কৈলাসহর বিজেপি মন্ডল ও চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে একটি রেলি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মনের সমর্থনে হয় এই রেলি। এদিনের এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা, চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায় থেকে শুরু করে বিজেপি দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।এদিনের রেলিতে রেকর্ড সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উক্ত রেলি পাইতুরবাজার বিজেপি জেলা অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোড, নেতাজি চৌমুহনি, গার্লস স্কুল রোড, কৈলাসহর থানার রোড হয়ে কৈলাসহর টাউন কালীবাড়ির সামনে এসে উক্ত রেলিটির সমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার দেশী মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনে ভোট পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে মদবিরোধী অভিযানে নেমেছে আবগারি দপ্তর। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে দেশি ও অবৈধ মজুদ বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে আগামী ২৬শে এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। এই নির্বাচনের প্রাক্কালে আবগারি দপ্তর এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বহি রাজ্য থেকে এবং রাজ্যের মধ্যে কতিপয় ব্যবসায়ী মদ বিক্রি করে অতিরিক্ত টাকা রোজগারে ব্যস্ত তাদের বিরুদ্ধে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আফগারি দপ্তর এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

এর ফলস্বরূপ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে এবার প্রায় দুই লক্ষ টাকার দেশি ও বিলাতি মদ উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তর। দপ্তরের এএসআই রাখেশ সরকার জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত দপ্তরের ইনস্পেকটর অভিজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে পানিসাগর বাজার, পানিসাগর থানা এলাকার ভাল্লুক ছড়া ও ধর্মনগর থানাধিন কামেশ্বর লাল বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫২০ বোতল বিলাতি মদ, ১০০ বোতল বিয়ার সহ দেড় হাজার লিটার বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই মদ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছিলো। তাদের অভিযান স্থলে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের নাম প্রকাশ করেননি তারা। এই উদ্ধারকৃত মদের মূল্য বাজার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ্য টাকা হবে তিনি জানিয়েছেন। এই ঘটনায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রথম দফায় ভোট শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

সমস্ত অভিযোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার ড় বিশাল কুমার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সকাল থেকে অধিকাংশ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। তবে, কয়েকটি স্থানে পোলিং এজেন্টদের মারধর এবং ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। ওই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে সত্যতা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাতে, ভোটাররা সন্তুষ্ট হবেন এবং বেশি সংখ্যায় ভোটদানে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সাথে তাঁর দাবি, কমিশনের তরফে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় দুই ভোট কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বক্সনগর এবং মোহনপুর থেকেও ভোট প্রহসনের কিছু অভিযোগ মিলেছে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রনির্মানে

● প্রথম পাতার পর

এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কথায়, আজ প্রথম দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আশা করছি, সকলে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এদিকে, বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি মনে করছেন না। তবে, এমনটা ঘটে থাকলে তা কাম্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। সাথে নির্বাচন কমিশন তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক, দাবি জানিয়েছেন।

এদিন সকালেই তিনি ত্রিপুরায় ভোটারদের উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন। তাতে তিনি লেখেছেন, দেশের ১৮তম লোকসভা গঠনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আজ থেকে শুরু হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন ও ৭ রামনগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমি রাজ্যের সকল ভোটারদের গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে রেকর্ড পরিমানে অংশগ্রহন করে রাষ্ট্রনির্মাণে সহযোগী হবার আহ্বান রাখছি। বিশেষ ভাবে তরুণ প্রজন্মের নতুন ভোটার ও মায়েদের প্রতি ভোটদানের জন্য আমার বিশেষ আহ্বান রইলো।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

নোটিশ পাঠিয়েছেন। ওই নোটিশে প্রদ্যোতকে সামাজিক মাধ্যমে গতকালের ভিডিও বার্তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আজ দুপুর ২টার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কারণ জানাতে বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দাবড়ানি খেয়ে প্রদ্যোত ওই ভিডিও সামাজিক মধ্যম থেকে মুছে দিয়েছেন। তবে, কমিশনের কাছে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে জবাব দিয়েছেন কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

নির্বাচনী সভা

● প্রথম পাতার পর

করে প্রদুৎ এর বোনকে প্রার্থী করেছে। মথার মনোনিত প্রার্থী জিতলেও বাইরে থাকবেন। আর হারলেও রাজ্যের বাইরে থাকবেন। তাই রাজ্যের স্বার্থে সংসদে কথা বলার জন্য ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে ভোট দেবার আবেদন জানান।

রাজ্যের বিরোধী দল নেতা তথা সিপিএম- এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, তার ভাষনে বিজেপির বিরুদ্ধে কামান দাগালেন। বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে বনধিকার, খাদ্য নিরাপত্তা রেগার কাজ কিছুই থাকবেনা। বাঁচার অধিকার থাকবেনা, মানুষ কে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে।এই সরকার বানানোর ভোট নয়, দেশরক্ষা,খাওয়া পড়ার, জায়গাজমি রক্ষার ভোট। তাই ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর পক্ষেই ভোটদান করার আহবান করেন তিনি।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

দল বিজেপি। এটা শাসক দলের দুর্বলতার লক্ষণ।এভাবেই গণতন্ত্রকে নষ্ট করছে।

তাঁর দাবি, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে শাসক দল। জনগণকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। জনগণকে যদি সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া তাহলে ত্রিপুরার ভোটের ফলাফলের চিত্র অন্য রকম হবে।

এদিন তিনি বলেন, দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।দেশ এবার নতুন প্রধানমন্ত্রী দেখবে, এমনই সম্ভাবনা উজ্জ্বল।ভোট লুটের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে জনগণের কাছে আবেদন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন।

আশীষ সাহার

● প্রথম পাতার পর

ভোট প্রহসনে পরিণত করেছে। তাঁর দাবি, সারা রাজ্য থেকেই এধরণের ঘটনার খবর আসছে। কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে নালিশ জানানো হয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেব

● প্রথম পাতার পর

শক্তিশালী করেছি। তিনি আশাবাদী, সেই দিশায় রাজ্যের জনগণও ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

তাঁর কথায়, আজ সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।এদিন তিনি আপামর জনগণকে ১০০ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

প্রচণ্ড গরমে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন কল্যাণীতে পুড়ে ছাই ১২টি বাড়ি

নদিয়া, ১৯ এপ্রিল (হি.স.): প্রচণ্ড গরমে শর্ট সার্কিট। তা থেকে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। কল্যাণী ব্লকের মদনপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুড়ে ছাই হরে গেল ১০-১২টি বাড়ি। ঘটনায় জখম হন ৫-৬ জন স্থানীয় বাসিন্দা। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক গবাদি পশুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।

দমকল ও স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, তীব্র দাবদাহে এলাকায় একটি ট্রান্সফর্মার থেকে আগুনের ফুলকি পাটকাঠি ও বিচুলির উপর পড়ার ফলে এই আগুন। এলাকায় কয়েকটি বাড়ির বেড়া ও পাটকাঠির হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পর পর পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক বাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাস থেকে পালাতে না পেরে মৃত্যু হয় কয়েকটি ছাগল ও মুরগির। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। আশেপাশের এলাকা থেকেও ছুটে আসেন অনেকে। খবর যায় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাকদহ থানার পুলিশ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাও।স্থানীয় বাসিন্দা ও দমকলের প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মদনপুর ২ পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা সরকার ও ব্লক উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক গোবিন্দ সরকার। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।এলাকায় যান কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। তাঁকে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় কিছু বাসিন্দা। ভোটে জেতার পর তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সামনে লোকসভা নির্বাচন বলে বিধায়ক অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছেন বলেই দাবি এলাকাবাসীর।

বিজেপি বিধায়ককে বাধা পুলিশের, ধুন্ধুমার শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি বিধায়ককে ডাবগ্রাম পশ্চিম ধানতলা ৩০১ নম্বর বুথের কাছে বিজেপি বিধায়ককে পুলিশের বাধা ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড হয় শিলিগুড়িতে।

এদিন শিলিগুড়িতে বুথের ৩৩ মিটারের মধ্যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় আসায় বাধা দেয় পুলিশ। তাঁকে আটকের চেষ্টা করে পুলিশ। এ নিয়ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের। বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। শিখা চট্টোপাধ্যায় ওই বুথ চত্বরে গেলে দেখতে পান, বুকে ঘাসফুলের চিহ্ন লাগানো তৃণমূলের এক কর্মী বুথে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। তাতে বাধা দিলে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। পালটা তৃণমূলের অভিযোগ, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেন। তাঁর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। তাঁকে আটকের দাবি জানাতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শিখা দেবী অভিযোগ করেন, 'অন্যান্য বুথের মতো এখানেও পরিদর্শনে আসলে, পুলিসের উচ্চপদমর্যাদার অফিসার তাঁকে বলেন তিনি এখানে থাকতে পারবেন না।' পুলিস তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখাতে বলেন। এই নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক বচসা হয়। শিখা চট্টোপাধায় তারপর সেখানেই বিক্ষোভে বসে পড়েন। ধাক্কাধাকিতে কিছুটা অসুস্থও হয়ে পড়েন শিখা চট্টোপাধ্যায়। এই ঘটনার রিপোর্ট চাইল কমিশন।

বিজেপি দেশে ২০০ আসনও পাবে না, ফের দাবি মমতার

মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল, (হি.স.): 'এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপি দেশে ২০০টি আসন ও পাবে না।' শুক্রবার মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ার নির্বাচনী সভা থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দাবি করলেন।গত ৩১ মার্চ দিল্লিতে আইএনডিআই জোটের মঞ্চে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "এই যে ৪০০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন, ইভিএম, ম্যাচ ফিক্সিং, সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে এরা ১৮০ আসনও পাবে না।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে বলেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করছি, বিজেপি ২০০ আসনও পাবে না।''' এর পর মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে দলীয় প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে জনসভা করতে গিয়ে বলেন, "বিজেপি ২০০ আসন পার করতে পারবে না।'' গত বুধবার (১৭ এপ্রিল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে প্রচারণা চালিয়ে বলেন, ইভিএমের কোনও কারচুপি না হলে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ভারতীয় জনতা পার্টি ১৮০ টির বেশি আসন পাবে না।২০২১-এর ভোটে পশ্চিমবঙ্গে ২০০ পারের স্লোগান তুলছিল বিজেপি। যদিও ৭৭টি আসনে থামতে হয়েছিল গেরুয়া শিবিরকে। ২৪ এর লোকসভা ভোটেও সারাদেশে বিজেপির ফল '২১-এর পশ্চিমবঙ্গের মতোই হবে বলে শুক্রবার দাবি করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।কেন এ কথা বলছেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার কথায়, 'মানুষের চোখ বলছে এবারে আর বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না। সরকার গড়বে আইএনডিআই জোট।'বিভিন্ন সমীক্ষায় অবশ্যই এগিয়ে রাখা হয়েছে বিজেপিকে। ওই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'ওগুলো সব কাগুজে সমীক্ষা। লক্ষ ক্ষ টাকা ঢেলে বিজেপি এই সমীক্ষা করিয়েছে।'এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এবং সিপিএমকে তুলোধোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'রাতের অন্ধকারে ওদের মধ্যে বোঝাপড়া আছে। বাংলায় বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস সব একই। ওদের একটা ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে দুটো ভোট দেওয়া।"ভোটপ্রচারে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটে ফায়দা তুলতে ইচ্ছাকৃতভবে মুর্শিদাবাদে অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর বিজেপি যে ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, সেটা আসল হিন্দু ধর্ম নয় বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

শুক্রবার প্রথম দফার ভোটের দিন হরিহরপাড়ার সভায় তৃণমূল নেত্রী বললেন, 'পরশুদিন ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটিয়েছিল। কালকে আবার ঘটিয়েছিল। ওসি আহত হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৯ জন আহত হয়েছেন।' মমতার প্রশ্ন, 'কেন অস্ত্র নিয়ে মিছিল করবেন আপনারা? কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার? কে অধিকার দিয়েছে মণিপুরে গির্জা পুড়িয়ে দেওয়ার? কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে মসজিদ দেখলেই বোমা মারার? কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে সংখ্যালঘু দেখলেই বাড়িতে এনআইএ ঢুকিয়ে দেওয়ার?'এর পরই বিজেপি-র হিন্দুত্বকে নিশানা করে মমতার বক্তব্য, 'যেটাকে ওরা হিন্দু ধর্ম বলছে, ওটা হিন্দু ধর্ম নয়। চাপিয়ে দেওয়া বহিরাগত দাঙ্গা দস্যু ধর্ম। এই ধর্ম রামকৃষ্ণের হিন্দু ধর্ম নয়, বহিরাগতদের চাপিয়ে দেওয়া দস্যু দাঙ্গা ধর্ম।'মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ' আমি বেঁচে থাকতে বাংলায় এনআরসি হতে দেব না। সিএএ আমি করতে দেব না। ইউনিফর্ম সিভিল কোডও করতে দেব না। ওটা চালু হলে আপনার আলাদা বলে কোনও ধর্মীয় রীতি থাকবে না।'মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের লড়াই বাম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও। সম্ভবত সেকারণেই আইএনডিআই জোটে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলায় কোনও আইএনডিআই জোট নেই। এখানে নাকি সিপিএম আর কংগ্রেস আসন ভাগাভাগি করেছে। বিজেপির থেকে কিছু কিছু নিচ্ছে, আর এসব করছে।মতার সাফ কথা, 'দিল্লিতে আইএনডিআই জোটের সরকার হলে সাহায্য করবে তৃণমূলই। আমরাই নেতৃত্ব দেব আইএনডিআই জোটের।'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমি ভালোবাসি। আমি ওদের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু বিজেপি ওদের পার্টি ক্যাডার হিসাবে ব্যবহার করছে।" শুক্রবার জঙ্গিপুরের জনসভায় এ কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "বিজেপি আসলে পকেটমারদের নীতিতে চলে"!গত কয়েক বছরে বিভিন্ন ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তোপ দেগেছেন। কোনও সময় মনে হয়নি মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ভালবাসেন। তা দেখে দলের একাধিক নেতানেত্রী আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উগরে দিয়েছেন। এতে কাজ করতে গিয়ে নানা সময় আক্রান্ত হয়েছেন রক্ষীরা।এ দিন মমতা বলেন, "আমি একটা কথা ইংরেজিতে বলব। যাতে কথাটা নির্বাচন কমিশনের কানে পৌঁছয়। আমার প্রশ্ন, উত্তরবঙ্গের ভোটে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? কেন সেখানে রাজ্য পুলিশ বা নিরাপত্তাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। তা হলে কী করে আমরা পক্ষপাতহীন ভোট হচ্ছে বলে বিশ্বাস করব।"মমতা বলেন, "ওরা ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি কর্মশ্রী করেছি। ৫০ দিন কাজ করলেই টাকা পাবেন।" উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার লোকসভা ভোট চলাকালীনই দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গিপুরে প্রচারে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। জঙ্গিপুরে ভোট ৭ মে। মমতার জনসভা ছিল তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থনে।

অবশেষে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিতের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : অবশেষে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বনগাঁ লোকভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন বিশ্বজিৎ। পরে অবশ্য আবার 'পুরনো দল' তৃণমূলে যোগ দেন।

সেই বিশ্বজিৎকে এবার বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। ভোটে লড়ার আগে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা-না দিলে দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারত বিজেপি। শুক্রবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিশ্বজিৎ দাবি করেন, বিজেপিতে কাজের পরিবেশই নেই।শুক্রবার বিধানসভায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে গোপালনগরের বাসভবনে বসে বিশ্বজিৎ বলেন, "বিজেপিতে যাওয়া মস্ত বড় ভুল ছিল। বাগদার মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" পাশাপাশি 'বিধায়কহীন' বাগদা প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ দাবি করেছেন, "আরও ভাল কিছু পাবে বাগদা।"গত জানুয়ারিতে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে নিজের বিধানসভা এলাকায় গিয়ে ভোটারদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ। তাঁকে এক গ্রামবাসী সরাসরি প্রশ্ন করেন, "তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন, ভোটে জিতে আবার তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। আপনাকে কী অভিযোগ করব?'' তখন দলবদল নিয়ে বিশ্বজিতের জবাব ছিল, "বিধায়কের কোনও দল হয় না।"লোকসভা ভোটে তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেওয়ার পর হেলেঞ্চা বাজারে বিধায়ক হিসাবে শেষ বক্তব্য করেন বিশ্বজিৎ।

আগামী তিন দিন তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। আগামী তিন দিন তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।গরম এবং আর্দ আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছে আজ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছেন, আকাশ মেঘাছন্ন থাকবে কিন্তু আর্দ আবহাওয়ার বিরাজমান। আগামী তিন দিন ত্রিপুরায় অনেক জায়গায় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে এবং তার বেশি হতে পারে। তাছাড়া এই সময় ত্রিপুরার কিছু জেলায় আর্দতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

গরম এবং আর্দ আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছে।আজ আবহাওয়া দফতর পরামর্শ দিয়েছে, রোদে বের হওয়া এড়িয়ে চলতে, তৃষ্ণা না পেলেও পর্যাপ্ত জল এবং যতবার সম্ভব পান করতে , হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা এবং ছিদ্রযুক্ত সুতির কাপড় পরিধান করতে, প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করতে , ভ্রমণের সময় সাথে পানি নিয়ে যান, ওআরএস ব্যবহার করুন, ঘরে তৈরি পানীয় যেমন লস্যি, তোরানি (ভাতের জল), লেবুর জল, বাটার মিল্ক ইত্যাদি। শরীরকে পুনরায় হাইড্রেট করতে সাহায্য করে।

ধর্মগর সফরে কংগ্রেস বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ এপ্রিল।। আগামী ২৬এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এবার পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের ভোটের দিকে নজর সকলের। পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে ভোট প্রচার শুরু করেছেন সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট প্রচারে শুক্রবার ধর্মনগরে আসেন কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

নির্বাচনে প্রচারে এসে তিনি জেলা কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি জানান দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন হতে চলেছে। ইন্ডিয়া জোটের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার কেন্দ্রে গঠন হবে বলে তিনি আশাবাদী। আর ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠন হলে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের যতদিন পর্যন্ত চাকরি পাচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত ৮৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা দেওয়া হবে। প্রতি মহিলাকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা করে ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কংগ্রেস সরকার যে এম জি রেগার কাজ চালু করেছিল বিজেপি সরকার বিভিন্ন কৌশলে তা বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম বানিয়েছে। বিরজিৎ সিনহা বলেন, দেশে কংগ্রেস শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এম জি রেগার কর্মীদের দৈনিক হাজিরা ৪০০ টাকা করা হবে। কৃষকদের ঋণ মুকুব করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জোটের প্রার্থী হিসেবে বামফ্রন্টের রাজেন্দ্র রিয়াং কে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি এদিন।

রাজীব

● প্রথম পাতার পর

কাছে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতিকল্পে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করারও আবেদন জানিয়েছেন।

কর্মী

● প্রথম পাতার পর

ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে তুলেছে। শুধু তাই নয়, পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সুদীপ

● আটের পাতার পর

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।এদিন তিনি সকল গণদেবতাদের কাছে ভয়কে জয় করে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেশের স্বাধীনতা, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আবেদন করেছেন।

খেলাধুলা

সেমিতে আজ জেসিসি-র পাল্লা ভারী হলেও সহজে ছাড়তে নারাজ সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগ পর্যায়ের খেলা দেখে জেসিসি-র পাল্লা ভারী বলা যেতে পারে। কিন্তু নক আউট পর্যায়ের খেলায় ক্রিকেট নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী কেউ করতে পারেন না। বিনা যুদ্ধে সংহতিও এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। সব কথার এক কথা, আগামী কাল সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে জমজমাট। জেসিসি এবং সংহতি দুটো দলই জয়ের মধ্যেই রয়েছে। লীগ পর্যায়ে একটি করে ম্যাচে দু-দলই হেরেছে। সেমিফাইনালে তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ঘটছে। খেলা সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সেমিফাইনাল পর্যায়ের ম্যাচ। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

আগামীকাল বেলা একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সংহতি ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। লীগ পর্যায়ের খেলায় তাদের কোন সাক্ষাৎকার ঘটেনি।

কেননা দুই দল দুই গ্রুপ থেকে উঠে এসেছে।

জেসিসি লীগ পর্যায়ে যথাক্রমে স্ফুলিঙ্গকে ৪৫ রানে, হার্ভেকে ৭৭ রানে, বিসিসিকে ৮ উইকেটে, ইউনাইটেড বি এস টি কে ১১৩ রানে হারানোর পর ব্লাড মাউথের কাছে এক রানে স্বাসরুদ্ধকর পরাজয় তাদের কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছিল। অতঃপর লীগের শেষ ম্যাচে পোস্টারকে ৯ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। শেষ আটের লড়াইয়ে কসমোপলিটনকে ২০ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পায়।

এদিকে সংহতি গ্রুপ এ থেকে প্রথম ম্যাচে চলমান সংঘ কে ৬ উইকেটে হারানোর পর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর কাছে ২৭ রানে হেরে বসে।

এরপর ক্রমান্বয়ে গ্রুপ লীগের চার ম্যাচে যথাক্রমে কসমোপলিটনকে নয় রানে, শতদল সংঘকে নয় উইকেটে, ওপিসিকে ২ উইকেটে এবং মৌচাককে ৯৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান পেয়ে মূল পর্বে পৌছায়। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ ব্লাড মাউথকে ৭৯ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে সেমিফাইনালে পৌঁছে। আগামীকাল মহারণের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট : ১ম সেমিফাইনালে

আগামীকাল ব্লাডমাউথ এগিয়ে চলো-র মহারণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি-টোয়েন্টি আসরে চ্যাম্পিয়ন দল ব্লাড মাউথ আগামী ২১ এপ্রিল ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ এগিয়ে চলো। টি-টোয়েন্টি আসরে এগিয়ে চলো সংঘ গ্রুপে সেকেন্ড রানার্স আপ হওয়ার কারণে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়নি। এবার সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলাটা ক্রিকেট। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মুলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ফুটবল মাঠে ব্লাড মাউথ এগিয়ে চলো-র ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ যেমন চরমে উঠে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে ক্রিকেট মাঠেও সেমিফাইনাল ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীরা লড়াই বেশ জমজমাট হবে বলে অনুমান করছেন। এ গ্রুপ থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। প্রথম ম্যাচে জুট মিল প্লে সেন্টারের কাছে ৪৫ রানে হারকে বাদ দিলে আর যেন ব্লাড মাউথ কে পিছনে তাকাতে হয়নি। পরপর চার ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাক ক্লাবকে ২৭৫ রানের ব্যবধানে, চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে ১০ উইকেটের ব্যবধানে, ৩৪৭ রানের রেকর্ড ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে এবং ১৯২ রানের ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এদিকে, পাঁচ দলীয় বি গ্রুপ থেকে এগিয়ে চলো সংঘ চার ম্যাচের তিনটিতে জয় ছিনিয়ে গ্রুপ রানার্স হয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। প্রথম ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগীকে ১০ উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতিকে ১০ উইকেটে হারানোর পর তৃতীয় ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টারের কাছে ৪৫ রানে পরাজয়ের স্বাদ পেতে হয় এগিয়ে চলো সংঘকে। চতুর্থ ম্যাচে নিউ প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে ফের জয়ের মুখ দেখে ৯ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। একুশ এপ্রিলে সেমিফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘের লড়াইয়ে কোনদল জয়ী হয়ে ফাইনালিস্ট স্বীকৃতি পায় তাই এখন দেখার বিষয়।

আইপিএলে এলএসজি বনাম সিএসকে হেড-টু-হেড রেকর্ড:

**ম্যাচ হয়েছে : ৩টি
**লখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছে: ১টি
**চেন্নাই সুপার কিংস জিতেছে: ১টি
**কোন ফলাফল নেই: ১টি
**শেষ ফলাফল: দ্বিতীয় ইনিংসে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাতিল করা হয়। (২০২৩)।

একনা স্টেডিয়ামে আইপিএলে এলএসজি বনাম সিএসকে হেড টু হেড:
**ম্যাচ হয়েছে : ১টি
**লখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছে: ০
**চেন্নাই সুপার কিংস জিতেছে: ০
**কোন ফলাফল নেই: ১টি
**শেষ ফলাফল: দ্বিতীয় ইনিংসে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাতিল করা হয়। (২০২৩)

একনা স্টেডিয়ামে আইপিএলে এলএসজি সার্বিক রেকর্ড:
**ম্যাচ হয়েছে : ১০টি
**লখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছে: ৫টি **লখনউ সুপার জায়ান্টস হেরেছে: ৪টি **কোন ফলাফল নেই: ১টি
শেষ ফলাফল: দিল্লি ক্যাপিটালস ৬ উইকেটে জিতেছে (২০২৪)।লখনউ সুপার জায়ান্টস সর্বোচ্চ স্কোর: ১৯৯/৮(২০) বনাম পঞ্জাব কিংস (২০২৪)। **লখনউ সুপার জায়ান্টস সর্বনিম্ন স্কোর: ১০৮(১৯.৫) বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (২০২৩)।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার রমন সুব্বা রো ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন

লন্ডন, ১৯ এপ্রিল (হি.স.) : ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার রমন সুব্বা রো ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। রমন সুব্বা ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ টেস্ট ক্রিকেটার।বৃহস্পতিবার রাতে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেছে।সুব্বা রো ১৩টি টেস্ট খেলেন ইংল্যান্ডের হয়ে। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম ও শেষ টেস্ট উভয়েই সেঞ্চুরি করেন। সব মিলিয়ে তিনি ৯৮৪ টেস্ট রান করেছেন।১৯৮৫-৯০ সাল এই পাঁচ বছর টেস্ট ও কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আগামীকাল

৪ জেলার চার দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যজুড়ে ক্রিকেট হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের জমজমাট আসর শেষে, অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের আসর এখন অন্তিম পর্যায়ে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামী ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে সদর বি খেলবে গন্ডাছড়া মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। একই দিনে টিআইটি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিশালগড় ও উদয়পুর মহকুমা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিজয়ী দুই দল আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল দুদিনের ফাইনাল ম্যাচে ইনিংসের খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ এ থেকে সদর বি এবং গ্রুপ ডি থেকে বিশালগড় অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। গ্রুপ সি এবং ডি থেকে যথাক্রমে গন্ডাছড়া এবং উদয়পুর চার ম্যাচের মধ্যে তিনটি করে ম্যাচে জয়ী হলেও রান রেটের নিরিখে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, চলমান সংঘ ফাইনালিস্ট হতে মরিয়া দুই দল-ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লীগে পরাজয়টা ভুলতে চাইছে চলমান সংঘ। সেই ম্যাচের ভুলগুলো শুধরে মোক্ষম জবার দেওয়ার প্রহর গুনছে ব্যাটার্সরা। নক আউট পর্যায়ের খেলা বলে নিজেরা আরও বেশি উজ্জীবিত মনে করছে। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস চাইছে লীগ পর্যায়ের দাপুটে লড়াইটা বজায় রাখতে। আগামীকাল সেমিফাইনাল ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। খেলাটি টিসিএ আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। যদিও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং চলমান সংঘের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা ১০ দিন আগে ক্রিকেটপ্রেমীরা উপভোগ করেছেন। গত বুধবারের আগের বুধবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দুপুর একটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩০ রানের ব্যবধানে চলমান সংঘকে পরাজিত করেছিল। টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯.৪ ওভার খেলে ১১২ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ ১১ বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৮২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর অভিজিৎ সরকার নয় রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছিল। ঘটনাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি পেরিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং চলমান সংঘ সেমিফাইনালে পুনরায় পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। চলমান সংঘ চাইছে লীগ ম্যাচে পরাজয়ের মোক্ষম জবাব দিয়ে সেমিফাইনালে ফ্রেন্ডস কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিতে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের লক্ষ্য রয়েছে দাপুটে লড়াই অব্যাহত রেখে নিজেদের ফাইনালিস্ট করে তোলা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

নির্বাচনে ভোট দিলেন বিশিষ্টজনেরা

মন্ত্রী রতন লাল নাথ। | প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। | অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। | মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। | মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক | কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। | মেয়র দীপক মজুমদার। | নতুন ভোটার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। গোটা রাজ্যে উৎসবের মেজাজে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের এবং রামনগর উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন। এদিকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্টজনেরা।

আজ আগরতলা সেটেলমেন্ট অফিসে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রজ্ঞা দেব বর্মন। মান্দাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।এদিকে, আগরতলা শিশু বিহার স্কুলে সস্ত্রীক ভোট দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও সহধর্মিনী পাঁচালী ভট্টাচার্য।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে সস্ত্রীক ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।আগরতলায় সেটেলমেন্ট অফিসে তিনি ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বিরোধীদলের পোলিং এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই বলে কটাক্ষ করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, বিরোধীদলের পোলিং এজেন্ট দেয়ার লোক নেই। সেই জায়গায় তাঁরা ইন্ডি জোটের পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন। কংগ্রেস ও সিপিএমের পুরোনো নীতি ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে বিভিন্ন অভিযোগ তারা তুলে ধরবেন।

এদিন তিনি আরো বলেন, ইন্ডি জোটের নেতৃত্বরা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই জোটের একাংশ নেতৃত্বরা জেলে রয়েছেন। আগামীদিনে এই জোটের কোনো ভবিষ্যতে নেই। তাই জনগণ এই জোটকে বর্জন করেছেন।

তাঁর দাবি, রাজ্যের সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রে শান্তি পূর্ণভাবে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এখন পর্যন্ত একটিও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। বরং সকাল থেকে জনগণ উৎসবের মেজাজে মতাধিকার প্রয়োগ করছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিরোধী দল। বিজেপির পক্ষ থেকে জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচনে ইন্ডি জোটের জমানত জব্দ হবে। তার জন্য বিরোধী দল আগের থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এদিন তিনি বিরোধীদের তুলে প্রহসনের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।

এদিকে প্রতাপগড় ফরেস্ট অফিসে ভোট দিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। বাণীবিদ্যা স্কুলে রামনগর উপনির্বাচনে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদার। তাছাড়া, রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রতন দাসের অভিযোগ তাদের পোলিং এজেন্ট নাকি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেই অভিযোগ খন্ডন করলেন বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার।

আজ সকালে আগরতলা সেটেলমেন্ট অফিসে ভোট দিলেন সস্ত্রীক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়া, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যালয়ে ভোট দিলেন প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১০ নং বুথ মনিপুরী চৌমুহনীতে ভোট দিলেন কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বড়নারায়ণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নিজের ভোট অধিকার প্রয়োগ করেছেন প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে বিকশিত ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে আজ মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন।সকলের নিকট আবেদন করেন তিনি আপামর জনগণ অধিকার সুনিশ্চিত করে এক বিকশিত রাষ্ট্রের নির্মাণে অংশগ্রহণ করুন।

মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে বিরোধীরা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন বিরোধীরা। তাতে, মানুষের অধিকার খর্ব করার পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে। তাই, ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সাথে দেখা করে সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আজ নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালনের বদলে বিরোধীরা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন।

এদিন নবেন্দু বলেন,আজ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট এবং রামনগর উপনির্বাচনে মতাধিকার প্রয়োগে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা গেছে। সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোট দিচ্ছেন। আমরাও আবেদন করেছিলাম, নির্বাচনে বেশি সংখ্যায় মতদান করুন। কিন্তু, বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে তাঁদের এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বলে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। তাঁর দাবি, কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে ভয়ভীতির অভিযোগ আনছেন।

তিনি জোর গলায় বলেন, আমরা খবর নিয়ে দেখেছি, পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েনি। শুধু শুধু বিরোধীরা নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশকে বিজেপিকে সহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন। নবেন্দু ক্ষোভের সুরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে ভোটে বাধা দেওয়ার অসত্য তথ্য তুলে ইন্ডি জোট প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা নিম্নস্তরের রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন। নবেন্দুর মতে, মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছেন। এভাবে উত্তেজনা ছড়ানো এবং উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তা গণতন্ত্রের প্রতি কখনোই সুস্থ আচরণ হতে পারে না। তাই, তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো উচিত বলে মনে করেছে বিজেপি। এজন্য, তথ্য প্রমাণ সহকারে ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ এপ্রিল।। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক শ্রমিক। তাকে উত্তর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ছাদ থেকে বিদ্যুতের ছোবলে নিচে পড়ে গিয়ে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ৫০ বছরের নৃপেন্দ্র দাস। শুক্রবার ধর্মনগরের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে জগদীশ রায়ের বাড়ির ছাদে কাজ করছিল চারজন। তারা হল নৃপেন্দ্র , অমল আচার্য, তাপস নাথ এবং গৌতম দাস। এদের মধ্যে নৃপেন্দ্র দাস রডের কাজে ছাদের উপরে ছিল।সঙ্গে উনার সাথে আরেকজনও ছিল। তার মধ্যে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগে বিদ্যুৎ এর ছোবলে আক্রান্ত হয়ে নৃপেন্দ্র দাস ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায়। সাথে সাথে দুপুর একটার দিকে ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে খবর দিলে তারা ছুটে গিয়ে নিপেন্দ্র দাসকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, যেখানে তারা কাজ করছিল জগদীশ দের বাড়িতে। তাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়। বলা যায় নিকটবর্তী বাড়ি। আর গৌতম দাস নৃপেন্দ্র দাসের সাথে অর্থাৎ তার বাবার সাথে একই কাজে যুক্ত ছিল। ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা নৃপেন্দ্র দাসকে চিকিৎসাধীন রেখেছেন।যেহেতু বিদ্যুতের ছোবলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখনই রোগী সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলা যাচ্ছে না বলে জানান চিকিৎসকরা।

পশ্চিম লোকসভা ও রামনগর বিধানসভায় পুনরায় নির্বাচনের দাবি ইন্ডি জোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন এবং ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে শাসকেরা প্রহসনে পরিণত করেছে। বহিরাগত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে এনে ভুয়ো ভোটের হার বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন সুদীপ রায় বর্মন। শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্বরা। সেখানে আজ ভোটগ্রহণে চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে লোকসভা নির্বাচন এবং ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন সংঘটিত করা হোক। তারপর শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হলে জনগণ যে রায় দেবে সেটাই মেনে নেওয়া হবে। সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বহিরাগত যুবকদের লক্ষ্য করা গেছে। তাদের দিয়ে ভুয়ো ভোট করিয়ে ভোটের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। পোলিং এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের প্রভাবিত করে তাদের ভোটদানে বাধা দান করা হয়েছে। তাই এই নির্বাচনের ফলাফলকে তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা, বাম নেতৃত্ব মানিক দে, রামনগর কেন্দ্রের প্রার্থী রতন দাস সহ অন্যান্যরা।

ভোট দানে বাধা ভয়ভীতিঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আগরতলায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যালয়ে তিনি ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দিচ্ছে শাসকদল বলে অভিযোগ তুলেছেন।

এদিন তিনি বলেন, গনতান্ত্রিক উৎসবে যদি সবাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন তাহলে তিনি খুবই খুশি হতে। রাজ্যে সকাল থেকে অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তাতে কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোটের শতাংশ অনেকটাই কমে যাবে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আরও অভিযোগ, জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য করছে শাসকদল।ভোট শুরু হতেই বিভিন্ন স্থানে ইন্ডি জোটের পোলিং এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।

জনগণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত, এবার গাড়ি আটক করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ক্ষুব্ধ গ্রহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ এপ্রিল।। উনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে বিগত কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। শহর থেকে গ্রাম সবই অন্ধকার। সামান্য ঝড় তুফানে বিদ্যুৎ পরিষেবা গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। জরুরি পরিসেবাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। খোদ উনকোটি জেলা হাসপাতালে ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না। জেলা হাসপাতাল ভগবাননগরে অবস্থিত।

আজ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ভগবাননগর জেলা হাসপাতালের লাইন সারাই করতে গেলে ভগবাননগরের ক্ষুব্ধ গ্রহকরা গাড়ি আটক করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করে। এলাকাবাসীর বক্তব্য হল গত তিনদিন ধরে শুধু মাত্র ভগবাননগর জেলা হাসপাতাল নয় গোটা ভগবাননগর এলাকা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পরিষেবার বরাত প্রাপ্ত সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডকে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লাইন সারাই করে দেওয়া হয়নি। যার ফলে চরম বিপাকে পড়েছে ভবাননগরবাসী। বিদ্যুৎ না থাকার কারনে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। ভগবান নগরের দোকানদাররা সাংবাদিকদের সামনের তীব্র ক্ষোভ তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য বিদ্যুৎ না থাকার কারনে ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। যার ফলে শুক্রবার কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের কর্মীরা কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরাইয়ের কাজ করতে গেলে, স্থানীয়রা বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়িটিকে আটক করে রাখে।

ওদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার স্বাভাবিক করা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি কিংবা কর্মী সেখান থেকে যেতে পারবে না এই সংবাদ পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে। পরিষেবা চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে আটক বিদ্যুৎ কর্মীদের মুক্ত করা হয়। অবশ্য দুপুরের দিকে পরিষেবা চালু করা হয়। তথাপিও ঘনঘন লোড শেডিং হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ছড়ার জলে তলিয়ে গেল এক নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ এপ্রিল।। ছয় বছরের নাবালিকা কন্যার জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় কৈলাসহরের ভগবান নগর ডলুছড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পর উদ্ধার হল কৈলাসহর ভগবাননগর ডলুছড়া নামে একটি ছড়ার জলে মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ১৬ বছরের এক নাবালিকা কন্যার মৃতদেহ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা ওই এলাকার বাসিন্দা বিনোদ দাস চৌধুরীর ১৬ বছরের নাবালিকা কন্যা। সেই ছড়ারজলে স্নান করতে এসেছিল। সে ছড়াটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে দেয় এবং সে ছড়ার জলের মধ্যে তলিয়ে যায়। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করে। তখন ঘটনাস্থলে এসে জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে কিন্তু রাত্রি হয়ে গেলেও সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, ডিসিএম মতি রঞ্জন দেববর্মা, কৈলাসহর পুরপরিষদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ দাস, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসার বাহিনী। পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়াররা গিয়ে তল্লাশি শুরু করে।বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওরা সেই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

পরবর্তী সময় ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার দুপুরবেলা কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার পর তার পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে প্রতিদিন উক্ত ছড়াটির মধ্যে স্নান করতে আসতো সেই নাবালিকা। গতকালও ওই নাবালিকা সেই ছড়ার মধ্যে স্নান করতে আসে। সেখানেই ঘটে সেই দুর্ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

দুই নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। দুই নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য পূর্ব নালিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনা রাম কোবরা এলাকা জুড়ে।পরিবারের লোকদের ধারণা, ওই দুই যুবককে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সাত সকালে সোনারাম কুবড়াপাড়ার একটি ধানের জমির পাশে অবস্থিত একটি অস্থায়ী বাসের বিশ্রামাগারের পাশে জেমস মলসম(১৩) ও বিকাশ রিয়াং(১৫)-এর মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকার লোকজন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছিল আমবাসা থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল আমবাসা থানার ওসি গুরুপদ দেবনাথ, এসডিপিও নিরুপম দত্ত, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী সহ ডগ স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক টিম।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, দুজনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের প্রাথমিক ধারণা বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় এই দুই স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্ত পর ঘটনার মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। অন্যদিকে পরিবারের লোকদের ধারণা ,ওই দুই যুবককে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটাররা। এদিন তাঁরা উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁরা সমস্ত তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারদের মতাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এদিন রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

২১ রাজ্যে ভোটের হার

শীর্ষে ত্রিপুরা, সর্বনিম্ন বিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। শুক্রবার দেশের ২১ টি রাজ্যের ভোটগ্রহণ হয় প্রথম দফায়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাত সাতটা পর্যন্ত ভোটের হার নিরিখে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। সবচেয়ে কম ভোটের হার বিহারে। ত্রিপুরার ভোটের হার ৭৯. ৯০ শতাংশ। বিহারে ভোটের হার ৪৭. ৪৯ শতাংশ।

১।	আন্দামান নিকোবর	ঃ	৫৬.৮৭
২।	অরুণাচল প্রদেশ	ঃ	৬৫.৪৬
৩।	আসাম	ঃ	৭১.৩৮
৪।	বিহার	ঃ	৪৭.৪৯
৫।	ছত্তিশগড়	ঃ	৬৩.৪১
৬।	জম্মু কাশ্মীর	ঃ	৬৫.০৮
৭।	লাক্ষ্মাদ্বীপ	ঃ	৫৯.০২
৮	মধ্যপ্রদেশ	ঃ	৬৩.৩৩
৯।	মহারাষ্ট্র	ঃ	৫৫.২৯
১০।	মণিপুর	ঃ	৬৮.৬২
১১।	মেঘালয়	ঃ	৭০.২৬
১২।	মিজোরাম	ঃ	৫৪.১৮
১৩।	নাগাল্যান্ড	ঃ	৫৬.৭৭
১৪।	পদুচেরি	ঃ	৭৩.২৫
১৫।	রাজস্থান	ঃ	৫০.৯৫
১৬।	সিকিম	ঃ	৬৮.০৬
১৭।	তামিলনাড়ু	ঃ	৬২.১৯
১৮।	ত্রিপুরা	ঃ	৭৯.৯০
১৯।	উত্তরপ্রদেশ	ঃ	৫৭.৬১
২০।	উত্তরাখন্ড	ঃ	৫৩.৬৪
২১।	পশ্চিমবঙ্গ	ঃ	৭৭.৫৭

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ এপ্রিল।। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঝড়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু ঘরবাড়ি ভূপাতিত হয়েছে। কৃষকদের ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনও কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছে। কালবৈশাখীর ঝড়ে কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ঝড় বৃষ্টির ফলে অনেকের বাড়ি ঘর ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি সব্জি ফসলেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ ব্যাপারে ঊনকোটি জেলার বরিস্ট আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা সন্দীপ দেবরায় ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকেলে কৈলাসহরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আইনজীবী সন্দীপ দেবরায় জানান, বুধবারের হালকা ঝড় বৃষ্টিতে চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। এখবর শোনার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে সন্দীপ দেবরায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বীরচন্দ্র নগর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে খোঁজ খবর নেন। সন্দীপ দেবরায় আরও বলেন যে, বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ঠাকুর ধন রুদ্র পাল, অমর রুদ্র পাল, লব মালাকার, বিরজিত রুদ্র পাল, বিধান রুদ্র পাল, রুপ কান্ত রুদ্র পাল, বিজয় রুদ্র পাল, গোপাল দেব, সুভাষ সিনহা, অনিমেশ দেবনাথ সহ আরও অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।ঝড় বৃষ্টির ফলে বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় কুড়িটি পরিবারের বাড়ি ঘর নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া বীরচন্দ্র নগরগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরও নব্বই পরিবারের বাড়ি ঘর পুরোপুরি না নষ্ট হলেও বাড়ি ঘর অল্প বিস্তর নষ্ট হয়েছে। সব্জি ফসল সহ অন্যান্য আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে।প্রশাসনের সাথে কথা বলে খুব শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের একশো শতাংশ সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন সন্দীপ দেবরায়। এছাড়াও সন্দীপ বাবু জানান যে, চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আরও অন্যান্য এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বুধবার রাতে ঝড় বৃষ্টির ফলে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে কৈলাসহর মহকুমার মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারকে জিজ্ঞেস করলে মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারও স্বীকার করে জানান, কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭৭ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া গৌরনগর ব্লকের অধীনে জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাইশ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সহযোগিতা করা হবে বলে জানান মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার। এখন দেখার বিষয় কতটা সহযোগিতা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।